N.2. No. 885. 2.

ভীষ্মের শরশয্যা

পৌরাণিক দৃশ্য কাব্য।

"জয়ন্ত পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাংপক্ষে জনার্দ্দন।"

মহাভারত।

"Faint the din of battle bray'd"
Distant down the hollow wind,
War and terror fled before,
Wounds and death were left behind"

Penrose.

(ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অভিনয়ার্থ)

২০ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২৯২ সাল

ALL RIGHTS RESERVED

N 2. Nb. 885. 2.

ভীষ্মের শরশয্যা

পৌরাণিক দৃশ্য কাব্য।

"জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাংপক্ষে জনার্দ্দন।"

মহাভারত।

"Faint the din of battle bray'd"
Distant down the hollow wind,
War and terror fled before,
Wounds and death were left behind"

Penrose.

(ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অভিনয়ার্থ)

২০ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২৯২ সাল

ALL RIGHTE RESERVED

4. JUN. 13

শোভাবাজার ষ্ট্রীট দরমাহাটা ৪৬ নং ইডিন যন্ত্রে
শ্রীসাতকড়ি দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভীষ্মের শরশয্যা।

দৃশ্য-কাব্য।

দৃশ্য কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর, দুর্য্যোধন, দুঃশাশন, কর্ণ, যুযুৎসু, পঞ্চ-পাণ্ডব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডি, নাগরিকগণ, রক্ষিগণ, সৈন্যগণ, বন্ধু-গণ, ইত্যাদি।

কুন্তি, দ্রৌপদি, সুভদ্রা, উত্তরা, জাহ্নবী, সখিগণ, ফুলবালাগণ, পুর-নারীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—রাজবাটীস্থ রাজ সভা—তোরণ।

(তোরণ মধ্যে রক্ষিনায়ক ও রক্ষিগণ উপস্থিত ও রাজপথের এক পার্শ্বে সভ্যগণের অশ্ব, যান, রথ ও শিবিকা সহ চালক ও বাহকগণ—অন্য পার্শ্বে নাগরিকগণ দণ্ডায়মান।)

রক্ষিনায়ক।—

জনতা কল্লোল,
মুহুর্মুহুঃ বাড়ছে কাঁপিছে সিংহদ্বার।
নিবর্ত্তিয়া রহ নাগরিক।
সমাচার আসিবে এখনি।

১ম নাগরিক।—

ছাড় দ্বার প্রবেশি সভায়।
ব্যগ্রমন শুনিতে কাহিনী সবাকার।
দূত বেশে হৃষিকেশ,
এসেছেন সন্ধির আশায়।
শুনিতে সে শ্রীমুখের বাণী,
গম্ভীর প্রশান্ত উপদেশ,
শুনিতে—শুনিতে মরি পাণ্ডব বারতা
উৎকর্ণ হস্তিনা পুরবাসী।

রক্ষিনায়ক।—

মার্জ্জনা করহ পুরজন।
স্থান আর নাহিক সভায়।
উষার প্রকাশ হ'তে আজি,
দলে দলে এসেছে অগণ্য জনস্রোত।
দর্শক ... মঞ্চ,
দ. ক থা. ক কাঁপিছে টলিছে ভীমভারে।
সভা ক্ষেত্র লোকারণ্য যেন।
একত্রিত সমগ্র প্রদেশ।

২য় নাগরিক।—
ওই শুন ওই শুন ভাই!
অসংখ্য অস্ফুট স্বর ভেদি,
যদুপতি গর্জ্জিয়া কহেন কি কাহিনী।
বাজিছে জীমুত নাদ শ্রবণ পটহে।
জলন্ত কাহিনী তীব্র,
আসে আসে ডুবে কোলাহলে।
৩য় নাগরিক।—
ওকি? স্বর থামিল সহসা!
সভাক্ষেত্র হইল নিরব!
কে জানে কি ঘটিছে বিপ্লব!
(তোরণ হইতে যুযুৎসুর বেগে আগমন)
যুযুৎসু।—
পলাও নগর বাসী,
সর্ব্বনাশ ঘটিছে সভায়!
ওহোঁ! মুর্ত্তি—বিকট মহান্!!
৪র্থ নাগরিক।—
কি ব্যাপার? কহ যুবরাজ!
সচকিত শঙ্কিত সবাই—
আশঙ্কায়—কি হোল কারণ?
কহ শিঘ্র বুঝি হিতাহিত।
যুযুৎসু।—
হস্তিনায় ঘটিল প্রলয়—
ঘটিল বিলম্ব নাহি আর।
বিশ্বম্ভর বিরাট পু... তার—
ক্রোধে—ভুলি—নরত্ব নিজের—
করিছেন প্রকাশ প্রকাণ্ড বিশ্ব প...
চাহি দুর্য্যোধন পানে,
অট্টহাসে—দিগন্ত কাঁপায়ে,
... শিরা—অনন্ত বিরাট কলেবর—
মহাশুন্যে ঠেকিল মস্তক।
জ্বলন্ত—প্রকাণ্ড দেহ হোতে,
ঘুরিয়া পড়িল শুন্যে অসংখ্য জগত—
চন্দ্র সূর্য্য কোটি কোটি,
আত্মপথে চলিল ধাইয়া!!
দেখিতে দেখিতে,
দেহ ফাটি—বিদ্যুৎ বরণ দেবদল,
আবির্ভাবি—হইল অচল।
বক্ষে রুদ্র, ললাটে বিধাতা,
করমুঠে লোকপালগণ,
বদন মণ্ডল হোতে,
অনল, আদিত্য, সাধ্য, বসু, বায়ুগণ,
অশ্বিনীযুগল, ইন্দ্র,
ত্রয়োদশ বিশ্বদেব—
একে একে বাহিরিল তেজে!
স্থাবর—জঙ্গম আসি পশিল উদরে!
নেত্র, নাসা, শ্রোত্র—সে দেহের,
উদ্গীরিল—তবকে তবকে,
ধূমরাশি মাঝে—অগ্নিশিখা ভয়ঙ্কর!
নিঃসৃত হইল অবশেষ—
দ্বাদশ তপন কর সম—
লোমকূপ হইতে আয়ুধ রাশি রাশি।
পৃথ্বী বুঝি যায় রসাতল!
১ম নাগরিক—
তাইত কাঁপিছে বসুন্ধরা!
স্বর্গ মর্ত্ত উলটি পালটি য...
২য় নাগরিক—
ভয় নাই ভয় নাই ভাই!
ওই শুন—দেবতা দুন্দুভি বাজে ওই।
পুষ্পবৃষ্টি হোতেছে আকাশে।

(বিদুরের তোরণ হইতে আগমন)

বিদুর।—

পৌরজন ! কি দেখিছ আর ?
সর্ব্বনাশ ঘটিতে চলিল !
সমরের কর আয়োজন !
বক্ষরক্ত যার যত আছে,
প্লাবিতে বসুধা শীঘ্র রাখরে প্রস্তুত !
উগ্র ক্ষত্রিয়ের তেজ,
করা চাই অপব্যবহার !
ভারতের ভার নাশ তরে,
আপনা আপনি রণ—অদৃষ্ট লিখন।
খুলে দিল কুরুকুলপতি,
আত্ম বিগ্রহের দ্বার একটী কথায়।
একটী কথায়,
শান্তিতে রহিত বসুন্ধরা।

৩য় নাগরিক।—

শান্তিপ্রিয় কুরুবংশধর ।
কহ কি ঘটিল আজি,
কি হইল দৌত্যে কেশবের ?

বিদুর।—

নিষ্ফল হইল পুরজন।
রণডঙ্কা বাজিবে ত্বরায়।
দুর্য্যোধন অচল অটল—
কারও কথা শুনিল না কাণে।
সুচি-অগ্রভাগ সম ভূমি,
পাণ্ডবে না অর্পিবে সহজে।
গুরু উপদেশ—কর্ণে বিষসম তার—
সবারে অমান্য করি,
আত্মপণ করিল রক্ষণ !
কি আর কহিব ভাই—
বান্ধিল কেশবে বান্ধিবারে ?
আহা বুদ্ধি আছে কি মুর্খের ?
ত্রিজগত বাঁধা যাঁর কাছে,
তাঁরে বাঁধা—কভু কি সম্ভবে ?

নাগরিকগণ।—

অসম্ভব ! বড় অসম্ভব !!

বিদুর।—

অসম্ভবে—বাসনা—মুর্খের।
এখনি হইত নাশ পরিজন সহ-
হস্তিনা যাইত রসাতল।
ভক্তবলে—বাঁচিল কেবল।
বিশ্বরূপ করি সম্বরণ—
উচ্চহাসে উড়ালে কেশব !
তথাপি না বুঝিল নির্ব্বোধ।
হের কৃষ্ণ—পাণ্ডব সহায়—
তবু সন্ধি না কৈল সহজে।
বিশ্ব যাবে ছারে খারে,
বিধি লিপি অবশ্য ফলিবে !!

(বিদুরের প্রস্থান)

(তোরণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির নিষ্ক্রমণ—
পশ্চাতে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপের প্রবেশ)

ভীষ্ম।—

উপায় কি নাহি কিছু আর ?
হে কেশব—বিচক্ষণ তুমি ;
রাজনীতি—করায়ত্ত তব !!

শ্রীকৃষ্ণ।—

দেবব্রত, কি-ক[illegible]ব আর ?
যমদূত পার্শ্বে যে রোগীর,
ঔষধিতে অনাদর তার।
ব[illegible]গিল ইতে গেলে,
অপমৃত্যু ঘটাই সম্ভব।

কি উচিত ব্যবস্থা সে শেষ অবস্থায় ?
যতক্ষণ রহে প্রাণ—কি ক্ষতি রহুক—
কালপূর্ণ হইবে সময়ে!!
ব্যবস্থায় অনাস্থা পৌত্রের আপনার।
এ ব্যাধির মৃত্যুই বিধান!!
হে দারুক—সারথি প্রবর
ফিরাও এ দিকে রথ—আসি!!
(সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ ও প্রস্থান)
(ভীম ইত্যাদির—অশ্বে উত্থান ও প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(হস্তিনাপুর—বিদুরের বাটীর প্রাঙ্গণ।)
(কুন্তি ও বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর।—
শুনিলেত সকলি ভগিনী।
বাসুদেব বয়সে বালক,
জ্ঞানে কিন্তু প্রাচীনে হারায়।
যে তেজে গঠিত হৃদি,
যে তেজের আধার কেশব,
সে তেজের সম্মুখিন হোয়ে,
টলিলনা কুরু কুলাঙ্গার।
আত্ম মত রাখিল বজায়!!
অনিবার্য্য সমর গো দেবী

কুন্তি।—
হে দেবর! কি কব তোমায়,
তুমিত সকলি জ... ...
পিতৃহীন আহা বাছা
পাঁচটি তনয়ে লোয়ে,
কত কষ্টে করিনু পালন।
প্রাপ্য ধনে বঞ্চিত তাহারা।
রাজার তনয় হোয়ে,
আজীবন বনে বনে,
ভিক্ষা করি কাটাইল কাল!
কুচক্র পড়িয়া পাপাত্মার,
রাজ্য ধনে দিয়া বিসর্জ্জন—
পরের কন্যারে লোয়ে,
দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে বাছারা আমার।
ননীর পুতলী সহদেব,
নকুল সে লাবণ্যের হার।
খেতে শুতে স্মরি বাছাদের
কাঁদিয়ে ভিজাই মাটি
অন্ন গ্রাস উঠেনা বদনে!!
এততেও নাহি দয়া—
হা—রে দয়া—কিসে তবে হয়?
(শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রবেশ)
আয় বাপ—বংশের দুলাল।
ভাল কোরে দেখি তোর মুখ।
হ্যাঁরে কৃষ্ণ—কতকাল আর,
কতকাল—কাঁদাবি আমায়?
পার্থ না—প্রাণের সখা তোর?
সর্ব্বময় তুই দুঃখ হারি,
তোর সখা—কেন দুঃখ—তাদের কেশব?

কৃষ্ণ।—
পিতার সোদরা মাতৃবৎ—
সন্তানের সমযুটি আমি।
আর দুঃখ রবেনা গো দেবী—পাণ্ডবের।
ধর্ম্ম এক দিকে দেবী, অন্য দিকে পাপ—
দেখিলাম এতদিন—
কতদূর গতি এদুয়ের।
সহিষ্ণুতা ধর্ম্মের লক্ষণ—

দেখালে তা পাণ্ডব—সম্ভব যতদূর।
পাপের প্রলয় অগ্নি—
জ্বালাইল—পাপি দুর্য্যোধন—
গেল অগ্নি—সীমা ছাড়াইয়া।
পুড়িবে—বিলম্ব নাই—
নিজের অনলে—নিজে—সহ পরিজন—
এইবার হবে ভস্মরাশি!
জ্বলিবে পুণ্যের দীপ—
নির্ম্মল আলোকে পুনঃ হাসিবে পাণ্ডব!
আসমুদ্র সসাগরা ধরা,
আবার নবীন ভাবে—নবীন জীবনে,
পাণ্ডবের চরণে লুটাবে।
পাপমুক্ত হবে নরনারি।

কুন্তি।—

রাজ রাজেশ্বর হও যাদু।
আশির্ব্বাদ করি প্রাণখুলে।
তুমি বিনা দীন পাণ্ডবের,
কেহ নাই, আপনা বলিতে।
শশুর ঠাকুর—আর আচার্য্য ব্রাহ্মণ—
দায়ে পড়ি আছেন নিরব।
যা তুমি করিবে বৎস তাই হবে ঠিক।
বলবুদ্ধি ভরসা সকলি পাণ্ডবের,
হিতকারি মিত্র তুমি বাপ!

শ্রীকৃষ্ণ—

কি বলিব ঠাকুরাণী।
হৃদে মোর জ্বলিছে অনল!
শেল চিহ্ন পাণ্ডব দুর্গতি!
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দি'ছি বিসর্জ্জন—
ভুলিয়াছি আত্ম পরিজন—
লক্ষ্য ব্রত হোয়েছে জীবনে—
উদ্ধারিতে প্রাণের পাণ্ডবে।
জানেন প্রাণের কথা—
বিদুর বিবেক চূড়ামণি—
প্রাণ খুলে বোলেছি তাঁহায়—
প্রাণের যেখানে যাহা ছিল!
বুঝাও দেবীরে বিজ্ঞবর—
বুঝাইতে অপারগ আমি।
অনন্ত তরঙ্গ এ প্রাণের
একেবারে চাহে উছলিতে—
একে একে নারি প্রকাশিতে!
ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে,
হৃদ্‌হ্রদে ঘোটেছে বিপ্লব!
কি আর কহিব দেবী!
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে,
পাতিয়া রেখেছি—আমি,
পাণ্ডবের প্রীতি সিংহাসন।
টলেছে আসন—আর কে রহিবে স্থির।
প্রীতি কল্পে—প্রতিষ্ঠিছু এ প্রাণে।

বিদুর—

প্রেমময় পূর্ণ অবতার।
মর্ত্তে নরনারায়ণরূপে—
অবতীর্ণ—অসুর সংহারে,
পৃথ্বীভার—হেলায় নাশিতে ক্রমেক্রমে,
ভক্তি প্রেম বিশ্বাসে শিখাতে!!
একে একে সাধিছ সকলি মায়াময়!
ব্রজে শিখাইলে প্রেম—
বালক রাখাল রূপে,
প্রেমে মাতাইলে মরি—
গোকুলের—
সধবা বনিতা বৃদ্ধে!

ঢলাঢলি—লুটিলে—লুটালে—পূর্ণপ্রেম !!
কৈশোরে নাশিলে কংসাসুর—
অর্দ্ধভার নাশিলে পৃথ্বীর—
দ্বারকায় স্বহস্তে উত্তালে,
অলক্ষ্য—পতাকা বিশ্বাসের।
সমগ্র সৌমহবংশ—
বিশ্বাসে মরিতে পারে—
জ্যোতির্ম্ময়—পূর্ণব্রহ্মরূপি—
তব কথা বেদবাক্য সেথা।।
পাণ্ডবে—করেছ নাথ—ভক্তিতে গঠিত।
হেন ভক্তি কে কোথা দেখেছে?
ভক্তিবলে—পাইল পাঞ্চালি;
লজ্জা রক্ষা করিলে কেশব।
অনন্ত শোকের মাঝে,
ভক্তিডোরে বাঁধিয়ে তোমায়
কাননে—পাণ্ডব—আহা—
স্বর্গসুখ পাইত মানসে।
উল্লাসে নাচিয়ে আত্মারাম,
আত্মাময় ছুটাতে উল্লাস পাণ্ডবের।
ভক্তিস্রোত বহাতে প্রবল খরধারে—
উছলিত থাকিয়া থাকিয়া।।
শিখাইলে অবতার,
অবতরি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,
ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস—সাধনা জীবনের—
শিখাইলে—সাযুজ্যের উপায় সরল।
কার্য্যভার সেধেছ সকলি —
বাকি—অর্দ্ধভার বিনাশিতে।
পূর্ণ হবে এইবার—
যুগান্তে বিলায়ে শান্তি—
অনন্তের সনে পুনঃ যাবেন গোলকে।

শ্রীকৃষ্ণ।—

পূর্ণলীলা কহিলে সাধক!
ভক্তের প্রখর দৃষ্টি,
কার সাধ্য লুকায় তাহায়?
সৃষ্টির রহস্য কথা,
তন্ন তন্ন করয়ে মিমাংসা ভক্তবীর।
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে,
জ্বলে আঁখি বর্ত্তুল—ছটায় উজলিয়া।
পরাভবি ভক্তপাশে শুধু।
ধন্য সাধু! সাধক প্রধান—
নির্ব্বাণের নয়ন তোমার।।
কহ দেবি! কি আজ্ঞা তোমার?
কি কহিব পঞ্চপুত্রে তব?
কি আদেশ পাঞ্চালির প্রতি?

কুন্তি।—

কহিবে তনয়গণে—
বীরমাতা আমি পাণ্ডবের।
বৃথা ধর্ম্মভয়ে কেন আর—
পৃথিবী-পালন ধর্ম্ম না সাধে হেলায়?
ক্ষত্রবংশে লয়েছ জনম—
ক্ষত্রিয়ের কার্য্য কর বীর—
বংশের গৌরব রাখ—
রাখ মৃত পিতৃনাম অক্ষত এখন,
অপহৃত পিতৃঅংশ—করহ উদ্ধার।
কর রণ অরাতির সনে!
অধর্ম্মিরে করিয়ে বিনাশ—
পাপক্লিষ্ট প্রজাগণে—
দাও শান্তি,—লহ পুণ্যভাগ।
চতুর্থাংশ—আয়ত্তে রাজার।
ধনঞ্জয়ে কহিও কেশব,

ক্ষত্রিয়ানি আমি গর্ব্বে ধোরেছি তোমায়,
কার্য্যকাল উপস্থিত এবে!
ক্ষত্রধর্ম্ম কর রক্ষা বীর—
বৈরি প্রাপ্তে—করিওনা হেলা।
মনে কর—পাঞ্চালির দশা!
শ্যামাঙ্গির রোদন নিনাদ—
এখনো ধ্বনিছে কর্ণে মোর!
আহা—অসহায়া,
সনাথা হইয়া—সেযে অনাথার মত—
শতক্লেষে মর্ম্মব্যথা পেয়েছে হৃদয়ে!
বলো কৃষ্ণ বৃকোদরে—
বলোরে নকুল সহদেবে—
দ্রৌপদীর হৃদিজ্বালা,
করে যেন সদ্য নিবারণ।
বলিও কৃষ্ণার করে ধোরে,
তেজস্বিনী বধূমাতা যেন,
তীব্র তীক্ষ্ণ উৎসাহ বচনে,
সমরে মাতায় পঞ্চ ধানুকি ভর্ত্তায়?
বলি যেন সমরে পাঠায়।
কুরুরক্তে বাঁধে যেন কেশ!
যাও বৎস—
অবিলম্বে কর গিয়া সমর উদ্যোগ!
পূজি রণ মঙ্গলায় আমি!

শ্রীকৃষ্ণ।—

আসি দেবী—কর আশীর্ব্বাদ!

(কুন্তির আশীর্ব্বাদ করণ—শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

(ভাগিরথি তীর—গঙ্গাগর্ভে কর্ণ)

(ফুলবালাগণের প্রবেশ ও গীত)

ভৈরবী—ভর্ তাল।

উষা হাসিল ফুল দুলিল সমীরে।
করতালি দেলো ওলো
ডাকিলো মিহিরে॥
রাঙ্গা আকাশ রাঙ্গা আভা শিশিরে,
ভাঙ্গা মেঘ রাঙ্গা সরে ধীরে ধীরে,
রাঙ্গা মুকুর সুরধনির নীরে॥
দেখ্‌লো মিহিরে
ওই দেখ্‌লো মিহিরে।
ছুটে কিরণ আসে
তরু শিরে শিরে॥
নাচি মাতিয়ে আয়
ঘুরে ফিরে ফিরে॥

কর্ণ।—

(উর্দ্ধনেত্রে করযোড়ে)

জাগ দেব দিননাথ!
জাগ অর্দ্ধ জগতে আবার।
দীনে দাও প্রথম দর্শন।
জাগাও জগৎনেত্রে জগতলোচন!
নববল দাও বসুধায়—
বসুধা আশ্রিত তব দেব!
তুমি পূর্ণ পুরান পুরুষ—
তব শক্তি অনন্তের সাথি—
জনম, জনন, জীবে—মরণ কারণ—
তব তেজ—কিরণে প্রকাশ—

অপ্রকাশ—নহ জ্যোতির্ম্ময়।
মহাশূন্য অনন্ত প্রসার—
বিভাসিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে—
মণ্ডলের মধ্যবিন্দু নাথ—
তুমি—মূল মধ্য আকর্ষণ!
আকর্ষণে—প্রথম অবধি—
চলিছে জগত যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট রাহায়।
সমভাবে পালিছ—সৃজন বিধাতার।
সমচক্ষে হেরিছ সবায়।
হের নেত্রকোণে—এ সন্তানে—
সন্তান করিছে আবাহন।

জবা কুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধন্তারিং সর্ব্বপাপঘ্ন—প্রণতোস্মি দিবাকরং॥

(প্রণাম ও ধ্যানমগ্ন)

(ফুলবালাগণের ফুলতরু সমিপে গমন ও গীত)

গারা ভৈরবী—পোস্তা।

বাতাসে নেবায় যে বাস
শিশিরে আর রাখ্‌বে কত।
পরে পর পাপ্‌ড়ি তুলে
নিঙ্গুড়ে নেয় মনের মত।
ছুঁতেছে রবির কিরণ তায়,
শিহরি উঠ্‌ছে আঁচের ঘায়,
বেশ পোড়্‌ছে ঢোলে
ফুরাল সাধ প্রাণের ব্রত॥
মলিনা মলিন মুখে—
প্রাণেতে সয় প্রাণের ক্ষত॥

কর্ণ।—

জয় জয় জগত লোচন।
জয় জয় জঙ্গম পালন।
জয় যশোবন্ত জয় জ্যোতিষ্ক বরণ।
জয় জড় সংরক্ষণ—
জয় জয় বিপদ ভঞ্জন।
জয় পাপ দহন—শমন ভয় বারণ।
জয় পরিমার্জ্জন—পূণ্য-শরণ-ধন।
জয় জীব ইষ্ট পূরণ বিশিষ্ট বিলোকন।
জয়তি জগত গুরু—
ভক্তাশ্রয় জয়—ভয় হর ভবতারণ—
পূর্ণব্রহ্ম—রূপ প্রধান।

(প্রণাম।)

(ফুলবালাগণের ফুলচয়ন ও গীত)

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

(ওলো) ফুলে ফুলে
আঁচলে ধরে না ধরে।
বোঁটা কেটে সাজাই থরে থরে॥
কলিকা কালামুখি,
এখনো কচি খুকি,
কি বোলে ঝাঁপায়ে আস মোরে,
ঢাকা ঢাকিয়ে রাখ যাবে ঝোরে॥
দিইলো করতালি,
কানন হলো খালি;
নাড়া দিলে ডালে—কিছু না ঝরে।
কসি এঁটে আয় লো
ধোরে নি করে॥

(ফুলচয়নান্তর—নদীতটে আগমন)

কর্ণ।—

দাও ফুল—ফুল্ল ফুলবালা!
দিই দেবে অঞ্জলি ভরিয়ে!

(ফুলবালাগণের ফুল অর্পণ ও গীত)

এনেছি আঁচল ভোরে
সবাই মিলে কুসুম তুলে।
কটিতে রয়না কসি—
ফুলের ভারে পোড়্ছে খুলে ॥

১মা ফুলবালা।—

ধর দিই আঁজলা ভোরে,
দুধারে পোড়ছে মোরে ;
ঝোরে যায় পাপ্ড়ি মান ভরে ;—

২য়া ফুলবালা।—

ফিরে চাও নাওগো ধোরে,
দিতেছি যত্ন কোরে,
এনেছি রত্ন প্রাণ ধোরে ;—

৩য়া ফুলবালা।—

ফুলে দাও ভাসিয়ে জলে,
পিরিতে পোড়্ছে ঢলে ;

(কর্ণ কর্ত্তৃক ফুল ক্ষেপণ ও সকলে একত্রে গীত)

আমরি দ্যাখ্ মাধুরি
ঢেউয়ের বুকে পড়্বে ঢুলে।
বাতাসে নাচিয়ে নেযায়—
সোহাগ কোরে যায় লো দুলে ॥

(ফুলবালাগণের প্রস্থান।)

কর্ণ।—

পিতৃদেব! শিখাও তনয়ে,
নিষ্কাম-সাধনা—পূর্ণ-প্রাণের প্রণয়।
মাগিতে চাহিনা কিছু—
যা পেয়েছি তুষ্ট তাহাতেই!
কি মাগিব—কি না দান দেব?
কি অভাব—না কর মোচন?
না হইতে প্রয়োজন—পূর্ণ করুণায়।
আর কিছু নাহি চাই—
চাহি শুধু ভাবিতে তোমায়,
ভাবিতে—দেখিতে যথা তথা,
যখনি তখনি—সদাসর্ব্বদা—সকলে—
সকল পার্থিব বস্তু—
তব সত্তা দিবে দেখাইয়া!
বাহ্যবস্তু বাহিরে রাখিয়া,
চক্ষু মুদে ডাকিব তোমায়—
পাইযেন—পাইযেন পিতঃ—
পাই যেন—মনশ্চক্ষে হেরিতে তোমায়—
তোমায়—তোমার ওই অকলঙ্ক জ্যোতি
আত্মায়—সাক্ষাৎ করি—বিদ্যুতের মত,
শিরায় শিরায় যেন হয় প্রবাহিত।

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান।)

(একান্তে কুন্তির প্রবেশ।)

কুন্তি—

কি প্রশান্ত মুরতি মহান!
ইষ্টদেবে পুজিছে মজিয়ে তাঁর ভাবে—
ভক্তিছটা উছলে বদনে।
অৰ্দ্ধমগ্ন দেহ মরি—বক্ষে জাহ্নবির—
উত্তরিয়—উর্দ্মিত চারি,
হেলিছে দুলিছে নাচি তরঙ্গে তরল।
বিশ্বশোভা অঙ্গে বাছনির।
স্তনে ক্ষীর উথলায় যেন—
হেরি ও লাবণ্য ভরা মুখ!
মনে পড়ে বালিকা বয়স—
মনে পড়ে প্রসব কাহিনী—
মনে পড়ে সদ্য জাত শিশু!
তপ্ত তেজোময় শিশু—

আহা—সেই শুনি যেন—
অঙ্গুলি চুষিয়া কাঁদে—এখনও শুনি।
মনে পড়ে—হৃদয় মন্থন।
রাক্ষসি জননী—বুকে না ধরিনু কভু—
না ধরিনু—ননির পুতলি।
ভয়ে—লাজে—মথিয়ে হৃদয়—
বিসর্জ্জিনু—বাছারে আমার—
বিসর্জ্জিনু—নদীজলে—সোণার সন্তানে।
শিহরি উঠিল বুক—
চক্ষু ফাটি—স্নেহাশ্রু ঝরিল—
পাষাণি পাষাণে বাঁধি হিয়া—
চক্ষু মুছি আবাসে ফিরিনু।
সেই শিশু—এই যে দেবতা।
দেবতার গঠন বাছার—
দেব কার্য্যে—ভুলেছে জগত।
স্থীর আঁখি—আকাশের গায়।
কিরণে কিরণ মিশাইয়ে,
উর্দ্ধবাহু মজিয়ে বিভোল!!

কর্ণ।—

নমস্কার উদয় পর্ব্বত—
(ফিরিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়া।)
অস্তগিরি—প্রণমামি দেব—
একি—মাতঃ?—
ওগো ভদ্রে—অধিরথ সুত একিঙ্কর—
রাধা গর্ভজাত কর্ণ—করিছে প্রণাম।
লহ পূজা—কহ দেবী—
কি কারণে—হেথা আগমন?
কোন কার্য্য হইবে সাধিতে?—

কুন্তি।—

আহা কর্ণ—বক্ষের শোণিত—
কার পুত্র—কারে কহ মাতা!
কানিন্ তনয় তুমি মোর?
তুমি বাপ—প্রথম তনয়—অভাগির!
কন্যাকালে—প্রসবিনু তোমা—
দিনদেব—জনক—তোমার!!
কবচ কুণ্ডল সহ—দেবতা ঔরসে
জন্মিয়াই—পরিত্যক্ত মোহে পাষাণির।
লজ্জাভয়ে—ভেলা নির্ম্মাইয়া,
দিয়েছিনু স্বর্ণচাদে—নীরে ভাসাইয়া!
সুত—প্রতিপালক তোমার।
জ্যেষ্ঠ তুমি—পঞ্চ পাণ্ডবের!
স্নেহের সামগ্রি তারা তব—
পিতৃহীন—আশ্রিত তোমার!!

দৈববাণী—

ধ্রুব সত্য পৃথার কাহিনী।
কর্ণ তুমি কানিন্ তনয়!!

কুন্তি—

ওই শুন—দিনদেব বাণী।
তুমি বৎস—তনয় আমার!!
ভক্তি নেত্রে নিরখ আমায়।
কাতরে তোমারে ~~আমি~~
এসেছি করিতে অনুরোধ।
জানাইয়ে জন্ম বিবরণ—
বক্ষে ল'তে—বক্ষের রতন—
এসেছি—পাষাণি মাতা তোর!!
রক্ষা কর—আশ্রিত পাণ্ডবে—
ভ্রাতৃ অরি—দুর্য্যোধনে,
ঘৃণায় করবে পরিত্যাগ।
রাজ্যধন সকলি তোমার।

ভৃত্যবৎ রহিবে পাণ্ডব পাছে পাছে।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—কণিষ্ঠে কোলেনে এইবার।
কুরু পক্ষে বিসর্জ্জিয়ে বিস্মৃতি সাগরে,
পাণ্ডবের দুঃখ কর দূর।

কর্ণ।—

ক্ষত্রিয়াণী!
স্বার্থ বোধে আসিয়াছ আজি,
এতদিন পরে—
জন্মকথা জানাতে আমায়।
নয়নে আনিছ নীর—
ভাণ মায়া—করিছ প্রকাশ!
কি হানি কোরেছ মোর—
একেবারে হোলে বিস্মরণ?
ভুলাইতে চাহকি বালকে?
মাতা নও—অরাতি আমার।
লোভজাল পাতিতে এসেছ।
আস্থা নাহি কথায় তোমার।
ধর্ম্মনাশ না পারি করিতে
স্নেহে ভুলি—উন্মাদের মত।
জাতি ভ্রষ্ট—তোমারই কারণে—
সহেছিনু অর্জ্জুনের শ্লেষ—
তোমারই অযথা অনুষ্ঠানে।
জনমি ক্ষত্রিয় কুলে,
পাই নাই উচিৎ সৎকার।
তুমি—শত্রু অনুপমা—
গরলে গঠিত তবকায়।
বিষ দীপ্ত ও নয়ন পানে,
এখনও চাহিতে ভয় পাই।
প্রসবি পাষাণি যবে দিলে বিসর্জ্জন—
কোথাছিল মমতা তখন?
আত্ম হিত সাধনের তরে—
দেখাইতে এসেছ মমতা?
ধিক্ তব মাতৃ মমতায়।
কেন বিধি—দিলেন সন্তানে,
জন্মিতে উদরে—ডাকিনীর?

কুন্তি।—

ওরে বৎস রমণী যে আমি।
বালিকা ছিল না জ্ঞান—
তাই—ভয়ে—সাধিনু কুকাজ।
অনুতাপে—সেই দিন হোতে,
হৃদয় ঢাকিয়া [illegible] ছায়া।
যে দিন দেখেছি চাঁদ মুখ,
সেইদিন—তখনি রে—আত্মহারা হোয়ে—
ইচ্ছা হোল—ছুটীয়া আসিয়া,
কোলে করি জুড়াই জীবন।
লজ্জায় বাধিল পুনঃ—
বলা তোরে হোলনা-রহিনু মৌন হোয়ে।
আজি প্রাণ মানিলনা বাধা,
ছুটে তাই এসেছি রে বাপ!
মাতা কি গণে রে কভু—
সন্তানের তীব্র তিরস্কার?
কথা তোর—আধ আধ শুনি—
শুনিয়েন—অমৃতে মাখানি॥

কর্ণ।—

পুত্র প্রাণা ও গো দেবী,
উপকার—হয়ে বিস্মরণ,
ছাড়িব না দুর্য্যোধনে কভু!
আশ্রয়—সম্বল—বল—আমি তাহাদের,
অহঙ্কার আমারেই লোয়ে।
নিশ্চয় করিব রণ পাণ্ডবের সনে,

এ প্রতিজ্ঞা নড়িবেনা কভু।
পার্থ শ্লেষ—পাষাণে অঙ্কিত—
এ পাষাণ—রহিবে বিরুদ্ধে চিরকাল।
গর্ভে ধরিয়াছ তুমি—
তব অনুরোধে—
অন্য চারি পুত্র সনে—না করিব রণ।
শত্রু মম পার্থ—মহাবীর।
হয় রণে—বধিব তাহায়—
নতুবা—তাহারই শরে,
প্রাণ দিব হাসিতে হাসিতে।
হে পুত্র বৎসলে মাতা—
পঞ্চ পুত্র—রহিবে তোমার।
হয় আমি নয় পার্থ—
তব অঙ্ক-শোভিবে সমর অবসানে।

কুন্তি।—
বীর পুত্র—বাক্যে তব,
কথঞ্চিত হোল শান্ত অশান্ত হৃদয়।
থাক সুখে আশির্ব্বাদ করি।

কর্ণ।—
পদধুলি দেহ মাতঃ শিরে।

(পদ ধুলি গ্রহণ)

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(উপপ্লব্য নগর—পাণ্ডবগণের আবাস সংলগ্ন উপবন)

(পুষ্পবাটিকায় বেদীকোপরি অভিমন্যুর উরুতে মস্তক রাখিয়া—উত্তরা শয়ান—সখিগণের গীত।)

খট্—খাম্বাজ।

বিভোর প্রাণ বাছেনা দিন রাত।
সদা সাধ ফিরিতে নাথ সাথ॥
চলনে, ধরণে,
ললিত বচনে,
হৃদে বাজে কুসুম শরাঘাত॥

উত্তরা।—
সঙ্গিনীগণের কথা,
শুনিলে ত প্রিয়ম্বদ,
শুনিলে ত অধিনীর সাধ?
মুকুল মুদিত ছিল,
ছিল বাস নিরালায় ঢাকা।
চিনি নাই প্রণয় কি ধারা—
প্রেমলীলা আছিল গোপনে।
ঘুমাইয়েছিল এ হৃদয়।
দেখিতাম কৌমার স্বপন।
হঠাৎ ভাঙ্গিল ঘুম—
চেয়ে দেখি আবেশ নয়নে—
সম্মুখে দেবতা তুমি নাথ—
পূর্ণনেত্রে ঢালিলে প্রণয়।
আত্মহারা—খুঁজিনু হৃদয় আপনার,

কোথা পাব ? ভেঙ্গেছে স্বপন—
নবভাবে হ'য়েছি গঠিত।
দেখিনু নূতন চক্ষে নূতন জগত—
নূতন অভাবে হৃদি হইল আকুল।
শূন্য প্রাণে—সরম ভাঙ্গিয়া
তব প্রাণ লইতে করিনু আকিঞ্চন—
পূর্ণহাসি ভাসিল বদনে,
প্রাণ খুলে—দিলে নাথ প্রাণ,
দুটি প্রাণ হ'য়ে গেল এক।
সেই সে মাহেন্দ্র ক্ষণে,
অগোচরে—জাগিল যৌবন বালিকায়।
শিহরিল প্রাণ—কেন—কে জানে—কেমন
কেমন—কি ভাব—তাহা—
বুঝিনু—বলিতে কিন্তু নারিনু কখনও।
তুমি চাঁদ—ফুটিলে হৃদয়ে,
হৃদয় রহিল জ্যোতির্ম্ময়।
আসিল অভাব পুনঃ—
তিলেক ত্যজিতে ঘটে দায়।
চাহি—সদা—থাকি চোখে চোখে।

অভিমন্যু।—

কেন বীণা—হইলে নীরব ?
বিভোর হয়েছিনু ভুলিয়ে জগত!
ঢুলু ঢুলু নয়নে চাহিয়ে,
দেখিতেছিলাম সুধু,
অধরোষ্ঠে মৃদুল নর্ত্তন—
শুনিতেছিলাম—প্রিয়ে—
সুমধুর সরল সঙ্গীত!
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রি-ডোর,
শিহরি নাচিতেছিল,
থর থর ঝঙ্কারি সুরের!
উরুতে অরপি শির—গ্রীবা বেড়ি করে,
শয়ন ভঙ্গিতে প্রিয়ে,
উছলি পড়িতেছিল লাবণ্য তোমার—
দেহলতা কুঞ্চিত বলিয়া ঠাঁই ঠাঁই!!
জান নাকি প্রিয়তমে,
তুমি আমি—এক দুজনায় ?
দুঁহু আশা এক স্রোতে ধায় ?
প্রকাশিলে বাসনা আমারো বরাননে!
আজি হোতে প্রতিজ্ঞা আমার,
এক হোয়ে রব দুজনায় দিবারাতি!
বিশেষতঃ গর্ভকাল—
আহা লজ্জাশীলা—
আহা মরি—কি মধুর ভাব!
নারীর সরম চিত্র আঁকিলে সুন্দর।
বলিহারি শক্তি প্রকৃতির!!
গাও গাথা—গাও সখিগণ,
গাও শুনি—এ চিত্র মাধুরি!!

(সখিগণের গীত)

পিলু—খং।

সরমে সরলা আধ
চাহনি নামায়ে চায়।
দশনে অধর চাপি
চমকে বাঁকায়ে কায়॥
উরসে বসন কাঁপে,
ঘন পয়োধর কাঁপে,
কুঞ্চিত কপোল রাঙ্গে
মৃদুহাসি ভাসে তায়!
ললিত লাবণ্য বিভা
সুবিমল শোভা পায়॥

(উদ্যানের এক পার্শ্বে তরু অন্তরালে—অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রবেশ ও অবস্থান)

অর্জ্জুন।—

ছবিখানি দেখিছ কি প্রিয়ে ?
কি মাধুরি—দেখ দেখ—
কি স্বর্গীয় ভাব—আহা মরি—
নন্দনে ফুটেছে যেন যুগ্ম পারিজাত।
কি প্রবল তরঙ্গ প্রেমের,
ভাসিছে কি সুখে দেখ নবীন দম্পতি।
দেবলীলা আর কোথা আছে ?
পরমার্থ নহে কি এ প্রেমে ?
পুরুষ প্রকৃতি বদ্ধ এ প্রেমে কি নয় ?
আহা প্রেম—সরল প্রাণের,
অনাহত উছলি পড়িছে।
চেয়ে দ্যাখে দোঁহে দুজনায়—
এ চাহনি অমূল্য জগতে।
আহা প্রেম—সার্থক হইলি !!

উত্তরা।—

বীর বিনা—
কে রাখে রমণী মান নাথ ?
বীর বিনা কে চিনে রমণী ?
বীর বক্ষ শোভিতেই জন্ম রমণীর।
নারীর প্রাণের সাধ,
অসম্ভব হইলেও,
পবিত্র প্রেমিক পূর্ণ করে অবিবাদে।
তুমি নাথ—পূর্ণ প্রেমময় !
তব হৃদি মর্ত্তের মাণিক।
নারীর সর্ব্বস্ব নিধি—
সর্ব্বস্ব দিয়াও তোমাধনে,
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটে না।
আরও কিছু থাকিত যদ্যপি,
তাও দিয়ে করিতাম পূজা।
অনন্ত প্রেমের প্রতি দানে,
সুধু প্রাণ—সামান্য আমার।

(গীত)

আশা—ঠুংরী।

প্রেম সাধনায় প্রিয় সনে।
পিয়াসা মিটে না বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
প্রাণে পাই না ঠাঁই,
তবু আশা আরো চাই,
নাহি পাইলে ভয় হয়গো মনে,—
সাঙ্গ প্রণয়লীলা বুঝি জীবনে ॥

সুভদ্রা।—

বালিকার কি গভীর প্রেম।
কি অনন্ত অটুট বন্ধনে,
বাঁধা দুটি হৃদয় নবিন !
বড় সাধ এ প্রাণের—
করিয়াছ পূর্ণ প্রাণনাথ।
ধন্য তুমি পুত্রের জনক !

অর্জ্জুন।—

তুমি প্রিয়ে পুত্রের জননী—
তব অংশ অধিক জগতে প্রশংসার !
চল আর বিলম্বে কি ফল ?
চল পুত্রে ল'য়ে যাই—
অপেক্ষিয়া কেশব আমার।।

(উভয়ে অগ্রসর)

অভিমন্যু।—

নমস্কার জননী জনক !
পদধুলি দেহ মাতঃ শিরে !

(পদধুলি গ্রহণ।)

উত্তরা —

দাও পিতঃ স্নেহ আশীর্ব্বাদ।

(প্রণাম)

অর্জ্জুন।—

বীরপুত্র কর মা প্রসব।

এস বৎস পশ্চাতে আমার।

প্রত্যাগত কেশব হস্তিনাপুর হ'তে।

(সকলের অগ্রসর হওন)

(পট পরিবর্ত্তন।)

(উদ্যানের অপর অংশ—সরসিতট)

সোপান চত্বরে উপবিষ্ট—শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদি।

দ্রৌপদি।—

পাঞ্চালির কি গতি করিলে নারায়ণ ?

কি করিলে বেণীবন্ধনের ?

ফুটে আছে এ বক্ষে আমার,

অপমান—অভিমান শেল—

কি করিলে তুলিতে সে শেল ?

সন্ধির বারতাবহ হোয়ে,

চলিলে যেদিন হস্তিনায় ;

সেই দিন হোতে সখা,

ক্ষুণ্ণ মনে আছি অভাগিনী,

তব আশা পথ নিরখিয়া।

সাধিতেছিলাম দেবদলে,

সম্প্রীত না হয় যেন অরাতির সনে।

শ্রীকৃষ্ণ।—

আশা! পূর্ণ হয়েছে তোমার।

সখ্য ভাবে পাণ্ডবেরে,

না হেরিল পাপি দুর্য্যোধন।

বিনারণে নাহি দিবে—অংশ ন্যায় মত।

কুরুপাণ্ডবের রণ—অদৃষ্ট লিখন।

দ্রৌপদি।—

আজি এতদিন পরে,

সজীব হইল মৃত প্রাণ—

আশাদীপ উঠিল জ্বলিয়া।

প্রতিহিংসা—নহে আর দূর।

বিকল ইন্দ্রিয় দল,

একে একে উঠিছে জাগিয়া—মোহ ত্যজি।

প্রাণ ময় খেলিছে বিদ্যুৎ।

পঞ্চ স্বামি—সমরে প্রবীণ!

জয় লক্ষ্মী—রণ রঙ্গভূমে—

ঢলিয়া পড়িবে পঞ্চপাণ্ডবের দিকে।

কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল!

স্থিত নেত্রে—দেখিব পুলকে,

ধূলি ধূষরিতা—ক্ষীণ কায়া—

বিকৃতা বিধবা শত বধূরে অন্ধের—

উচ্চরোলে—কাঁদিয়া করিতে হাহাকার!

হৃদি জ্বালা ঘুচাব কেশব—

ঘুচাব মনের কালি,

নারিজন্ম করিব সার্থক।

মাত' রণে নরনারায়ন!

মহারণে মাতুক ভারত—

যতোধর্ম্ম স্ততোজয় দেখুক জগত!

অর্জ্জুন।—

বীরের রমণী নারী,

নারী মুখে বিরত্বের গীতি,

বীর বিনা কে পায় শুনিতে প্রাণ ভরি।

উৎসাহ অমৃত ধারা,

ঢালি দাও বীরাঙ্গণা তুমি,

বীর হৃদি নাচুক উল্লাসে।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

নমস্কার অগ্রজ ধীমান।

যুধিষ্ঠির।—

মনোরথ পূর্ণ হোক্ বীর।
হে কেশব!
কঠোর অদৃষ্ট লিপি,
ফলিতে চলিল ভয়ঙ্কর!
শিহরি উঠিছে প্রাণ, ভবিষ্যত ভাবি।
অনন্ত বিষাদ ছায়া,
অৰ্দ্ধ হৃদি ব্যাপিয়া রোয়েছে অভাগার।
সৰ্ব্বগ্রাস হইল এবার!
হা ক্ষত্রিয়! রণনীতি কেন শিখেছিলে?
কেন আত্মবিসম্বাদে—রিপুর হুঙ্কার?
কেন পণ জীবন মরণ?
স্বহস্তে বধিয়া জ্ঞাতি—কুটুম্ব প্রাণের,
স্বচক্ষে দেখিতে হবে ভাই!
ভুলি ইষ্ট দেব—মন্ত্র—ভুলি পরকাল—
লক্ষ্য জীবনের রণ,
হায় হায়—এই হোলো শেষে?

দ্রৌপদি।—

হে প্রাণেশ! অরি নাশি সম্মুখ সমরে,
বীরত্বের শেষ সীমা—ত্রিদিবে প্রয়ান,
ক্ষত্রিয়ের আশা জীবনের!
কেনা মাতে—ক্ষত্রিয় হইয়ে,
রক্ষিবারে বংশমান—রণরঙ্গ ভুমে?
নিজ তেজ রাখিতে—অক্ষত?
বিশ্বপতি! দেবতা আপনি;
অসুর বিনাশে কবে—
পরাঙ্মুখ হোয়েছে দেবতা?
অত্যাচার নহে অভিপ্রেত বিশ্বেশের!
প্রকৃতি দিতেছে সাক্ষ্য প্রতি পদে পদে।
নাশ অত্যাচারি কুরুকুল-কলঙ্কেরে—
মানের মৰ্য্যাদা রাখ নাথ!

ভীম।—

গো অগ্রজ! খুলিয়াছে শৃঙ্খল পদের—
সাধ করি আর কেন পরি?
রক্ষা করি স্বাধীনতা—
রুদ্ধ প্রাণে দিই ছুটাইয়া।
লুটাইয়া পড়ুক অরাতি অত্যাচারি।
সৰ্ব্বস্বের ভাগি গো পাণ্ডব—
পঞ্চ খানি—গ্রাম মাগি—ভিখারীর মত,
বিমুখ—ব্যথিত তিরস্কারে?
আরো কি—অসহ্য নয়?
প্রাণ কি পাষাণ পাণ্ডবের?
তা নয় অগ্রজ-মহাভাগ!
রক্ত স্রোতে ছুটিছে বিদ্যুৎ!
বজ্রাপত হইবে—সম্ভব!
চল আজ—সত্যের সহায়ে,
জলন্ত উল্কার মত—পড়ি গিয়ে রণে।
ওই দ্যাখ—
এলাইত বেণী পাঞ্চালির—
ওই দ্যাখ পার্থের ভ্রূকুটি—
ওই দ্যাখ ভঙ্গি যমজের—
ওই শোন—ওই শোন দেব—
পবনের তীব্র তিরস্কার—শন্ শনে।
পক্ষপাতি সবে সমরের!
দেহ আৰ্য্য অনুমতি,
জয় বোলে জাগুক কটক॥

যুধিষ্ঠির।—

কে রোধে—অদৃষ্ট স্রোত?

জাতি রণ্ ললাট লিখন !
সমরে পশিব শ্রীনিবাস,
মাতৃ আজ্ঞা—করিব পালন ॥

সকলে।—
যথা ধর্ম্ম তথা জয়—
জনার্দ্দন—পার্শ্বে পাণ্ডবের॥

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(উপপ্লব্য নগর তোরণ)
(শ্রেণী বদ্ধ পাণ্ডব সৈন্যের নিষ্ক্রমণ ও রণযাত্রা তোরণ ছাদ হইতে—দ্রৌপদি, সুভদ্রা, উত্তরা, ও পুরবাসিনীগণের—উৎসাহ গীতি।)
মালকোষ—তিওট।

বিশ্ব টলিছে পদভরে—উধাওরে।
যাওরে সমরে সবে ধাওরে।
কৃপাণ ঝনঝন,
তুরঙ্গ গরজন,
জয় জয় হুঙ্কারি গাওরে।
ভীম সমরে বীর ধাওরে ॥
ক্ষত্রিয় রাখ মান,
জ্বলন্ত কর প্রাণ,
অরি-শিরমালা দুলাওরে ;—
তেজ তপত বেগে ধাওরে।
শোণিত ঝর ঝর,
বহিবে তর তর,
বাণে বাণে-অম্বর ছাওরে ;
নাশি অরাতি প্রীতি পাওরে ॥
ভ্রূকুটি বিথারিয়া
ভূতলে বিছাইয়া,
অরি দেহ রাশি লুটাওরে ;—
অট্ট হাসিয়ে রণে ধাওরে ॥
প্রতিভা জ্বল জ্বল,
জ্বলিবে অবিরল,
বীরবায়ু বিশ্বে বহাওরে ;—
ধর্ম্ম-সমরে বীর ধাওরে।
কৃপাণ করবাল,
নিশিত শরজাল,
কটিতটে গর্ব্বে দুলাওরে ;—
পূর্ণপ্রসাদ হৃদে ধাওরে।
ধর্ম্ম-সমরে বীর ধাওরে।
অট্ট হাসিয়ে রণে ধাওরে।
তেজ তপত বেগে ধাওরে।
জয় জয় হুঙ্কারি গাওরে ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

হিরণ্বতি নদীতীরে পাণ্ডব শিবির মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবির।
(উপস্থিত ধৃষ্টদ্যুম্ন।)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—
কে জানে কাহার ভাগ্যে,
নাচিছে এ আকাঙ্খিত পদ !
এখনত এলোনা সম্বাদ ?
উচ্চ আশা হবেকি পুরণ ?
হবেকি ? হবেনি ? কেও ? কই কেহ নাই।

কে শুনিবে প্রলাপ আমার?
সুমর সমিতি গতি,
গুপ্ত ভাবে হতেছে মন্ত্রণা—
দেখি কি করেন নারায়ণ।
সপ্ত অক্ষৌহিনী-সেনাপতি,
ভারতের মহারণ-তরি কর্ণধার,
উচ্চ আশা নহে কি প্রাণের?
নাহি কি পাণ্ডব পক্ষে,
বিজ্ঞ বীর যোগ্য—এ পদের?
বৃদ্ধ দল থাকিতে কি করিবে যুবক?
প্রবীণত্ব—প্রধান সহায় তাঁহাদের।
বড় আশা প্রথম হইতে—
হে দেব পার্ব্বতি পতি,
বড় আশা লব সৈন্য ভার।
রণ নীতি দেখাব নুতন—বড় সাধ—
সে সাধ কি হইবে পূরণ?
কি আছে আমার পক্ষে হায়!
নাহি মান—নাহি পদ গৌরব বিস্তর—
নাহি শিরে পক্ক কেশ—
নাহি কোন সমর সুখ্যাতি।
কেবল আছয়ে হৃদি—জলন্ত তেজস্—
আছে মন লৌহের গঠন।
মস্তিষ্কে লুকান আছে রণ প্রকরণ।
সকলি আঁধার মগ্ন—
আলোকে না আছে কিছু মোর।
প্রাণ পুষ্প দিয়া কিন্তু পূজি প্রতিভায়—
যদি থাকে রাজ্য প্রতিভার—
রাজ্য এই বক্ষে অভাগার।
আছে কি? কে জানে? কই?
কখনও ত ছোটেনি—ছটা উছলিয়া—
বিদ্যুতের তেজ মত—
সুধু অনুভব করি শিরায় শিরায়।
খেলিতে কি পাইবে প্রতিভা এইবার?
এইবার? এই মহারণে?
পদ শব্দ? কেও? এস ভাই—
কি সুখের বার্ত্তাবহ দোঁহে?

(নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।)

নকুল।—
যোগ্যবীর!
সেনাপতিপদে তোমা,
বরেছেন—অগ্রজ ধীমান।
সপ্ত অক্ষৌহিনী ভার,
তব করে—এই দণ্ড হোতে।
ধর এই অভিষেক অসি—

(অসি প্রদান)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—
উচ্চ আশা পূর্ণ এতক্ষণে।
লইলাম—আশির্ব্বাদি অসি।

(অসি চুম্বন ও গ্রহণ)

সহদেব।—
ধর বীর—বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ।

(বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ প্রদান ও গ্রহণ)

করে ধরি জাহ্নবীর নীর,
সজাগ নক্ষত্রদলে—সাক্ষ্য করি বীর,
করহ প্রতিজ্ঞা—আজ্ঞামত।
পণপত্রে করহ সাক্ষর!!

(পত্র প্রদান)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—
দীপ্ত আঁখি মেলি দেখ হে নক্ষত্রদল,
হে অনন্ত স্বভাব সুন্দর,

শুন পবনের মুখে—প্রতিজ্ঞা আমার।
লইলাম—সপ্ত অক্ষৌহিনী সেনাভার,
পাণ্ডবের পক্ষ হোয়ে,
কুরুক্ষেত্র সমর-সাগরে,
চালাইব রণপোত—উর্ম্মি বিদারিয়া।
কৌরবে করিব বিসর্জ্জন—
মগ্ন হবে—অরাতি অনন্ত অরণবে।
এই পণ—জীবনে রক্ষিব—
এই পণ—মরণে ত্যজিব!!
করিব সাক্ষর—বক্ষরক্তে—
বক্ষরক্ত প্রতিভূ আমার!!

(বক্ষরক্তে স্বাক্ষর করণ)

নকুল।—
অক্ষৌহিণীনায়ক প্রবীণগণ সনে,
এই রাত্রে করহ মন্ত্রণা।
কালি প্রাতে—বাজিবে সমর।
যথা রুচি করহ প্রচার।
সর্বে তব আজ্ঞা অপেক্ষিয়া!!

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—
অবিলম্বে স্বকার্য্য সাধিব!
গুরুভার—আনন্দ আমার।
জান কি নকুল ভাই—
ওপক্ষের—কোন সমাচার?

নকুল।—
এসেছিল—শেষ দূত—কুচক্রি উলুক—
তারি মুখে শুনিনু সম্বাদ।
চরবার্ত্তা হইল দৃঢ়িকৃত!
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা—
পিতামহ সেনাপতি পদে।
পৃষ্ঠবল—দ্রোণাচার্য্য গুরু!!
কি আর শুনিতে চাহ বীর!
বীরকার্য্যে দাও মনোযোগ!!

(নকুল ও সহদেবের প্রস্থান)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—
(জানু পাতিয়া উপবেশন ও করযোড়ে)
জাগ শক্তি সমর প্রতিভা!
জাগ মা—জীবস্বমায়া—আশ্রিতের তরে।
অবসর পেয়েছি তোমায় ছুটাইতে।
উৎসাহে ফুলিছে বুক,
হৃদিস্তরে বিহরে বিদ্যুৎ।
প্রীতিনেত্রে—চাহিতে চাহিতে,
উপযুক্ত কার্য্যকাল—দাও শিখাইয়া।
প্রদীপ্ত জ্যোতির শিখা,
জ্যোতির্ম্ময়ী—দাওগো নয়নে—
শোনিতের সনে যাক্ মিশে।
পূর্ণতেজে করি গরজন।
সাধনায়—সিদ্ধি দয়াময়ী,
প্রাণ পুষ্প—প্রীতির চন্দনে,
ভক্তি ভাগিরথি বারি,
সিঞ্চিয়া—কৈশোর হ'তে দেবী,
এক মনে পূজিত তোমায়?
তুমি বই—কে আছে আমার?
তাই আজি—উচ্ছসিত হৃদে—
আরবার ডাকি করযোড়ে;
আয় মা আনন্দময়ী আয়—
আয় ব্যোম করি বিদারণ—
আয় ফুটে—পিতৃ পায় শোতে—
পূর্ণ ব্রহ্ম দিয়াছে বিদায়—
ভক্ত বীরে বরিবার তরে।
আয়—নহে—ভক্তিজোরে,

আকর্ষিয়ে আনিবে সাধক সেবিকায়!!

(নিম্নমুখে অবস্থিতি।)

(শূন্য হইতে—জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভার অর্দ্ধপথে অবতরণ ও জ্যোতির্ম্ময় দণ্ড দুলাইয়া গীত)

পরজ—ঝাঁপতাল।

ধর তেজ তপত বীরসুত
বিথারি কায়।
থির শিরসে জ্যোতি যেন
বিমল ভায়॥
ধর আশা-সাহস হাসি,
মঙ্গল রাশি রাশি,
দীপ্ত প্রতিভা প্রাণে
প্রীতি নয়নে চায়;—
প্রীতি প্রসাদ ধর
তৃষা মিটিবে তায়॥

(দণ্ড মস্তকে প্রদান ও অন্তর্ধান।)

পটক্ষেপন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(কৌরব ব্যূহমুখ)

(ভীষ্ম ও দ্রোণ উপস্থিত।)

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

ভীষ্ম।—

কালবাদ্য বাজিল দেবতা।
কালক্রিড়া নহে আর দূর।
স্নেহ—মায়া—দয়া—প্রেম
ভালবাসা—এ প্রাণ হইতে
এস দোঁহে করি উৎপাটন।
বুকে রেখে করেছি পালন,
পিতৃহীন অনাথ পাণ্ডবে;—
আজি বক্ষ পাষাণে বাঁধিয়ে,
পিয়িব বক্ষের রক্ত সেই তাহাদের।
ওহো একি মমতা মন্থন?
পৃথিবির প্রথম হইতে,
কেহ কি শুনেছে কভু—
অমানুষি ব্যাপার এমন—
হেন পৈশাচিক কার্য্য—
রাক্ষসেও পারে না দেবতা।
অসুরেরও ঘৃণিত একাজ!

দ্রোণ।—

বৃদ্ধ দোঁহে,
বাঁচিব কদিন দেবব্রত?
মরণ নিকট তাই—বুদ্ধি-বিপর্য্যয়।
রণে মৃত্যু অদৃষ্ট লিখন দোঁহাকার।
এস দোঁহে মরি একত্তরে—

পাপাসুর—কুরুকুলপতি,
দেখুক পাপের পরিণাম।
দোঁহে বৃদ্ধ—দুয়ের মরণে—
অনুতাপ গ্রাসিবে তাহায়—
তীব্রজ্বালা—সর্পের দংশনে—
জ্বোলে জ্বোলে যাবে অধঃপাতে।
পাপ পুণ্যে বাধিল সমর—
দেখিছ ত দিব্য চক্ষে—
কি হইবে রণ পরিণাম!
সে দৃশ্য দেখার চেয়ে—
আগে ভাগে প্রয়ানই বিহিত!!

ভীষ্ম।—

পাণ্ডব পক্ষের
শুনিছ কি উৎসাহ হুঙ্কার—
গম্ভির—জলদ যেন হাঁকিছে অম্বরে।
রণমদ—মাতাইল প্রাণ,
স্ফুর্ত্তি যৌবনের সমাগত।
বক্ষে তেজ জ্বলে ধক্ ধ্বক্।
উৎসাহ—রুদ্রের লীলা করিছে উন্মাদ—
ভুলিতেছি মর্ম্মজ্বালা,
রণ চণ্ডি চাপিছে শিওরে—
আর স্থির রহিলনা প্রাণ।

দ্রোণ।—

উদিতে চাহেনা দিনদেব—
রক্তময়ী—শ্যামাঙ্গি মহীরে—
কার সাধ উল্লাসে হেরিতে।
তাই দেব উদয় পর্ব্বতে,
তীব্রতেজ করিছেন কালি।
দেখ প্রাচি—কালিমায় ঢালা—
এ দৃশ্য কি দেখেছ কখন?

ভীষ্ম।—

অমঙ্গল! অমঙ্গল—
অশুভ এ চিহ্ন—কৌরবের।
কৌরবের কুগ্রহ নিশ্চয়!!

(মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপাত)

উঃ কি নিনাদ অকস্মাৎ।
বিনা মেঘে—বজ্রপাত।
দেখ শিবিরের কেতু—
জ্বলন্ত—পশিল জলে—।
দেখ পুন—উঠিল আকাশে—
উগারিছে—উঠিতে উঠিতে—
নীলধুম—স্তবকে স্তবকে—
কই কোথা—মিশাল সহসা!!

(দুঃশাশনের দ্রুত প্রবেশ)

দুঃশাশন।—

পিতামহ! সুখের সম্বাদ।
দেখ চেয়ে—অরি সারি পানে।
ম্লানমুখে—অভাগা পাণ্ডব,
কৃষ্ণসনে—ধিরি ধিরি,
আসিতেছে আপনার দিকে।
ভয়ে বুঝি—পরিহার মাগিবে পাণ্ডব।

ভীষ্ম।—

কাপুরুষ নহেরে পাণ্ডব।
পুরুষার্থ—লক্ষণ ওদের।
একাপার্থ—কেশবের সাথে,
ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ি হ'তে পারে।
সততায় আসিছে পাণ্ডব।
মহান হৃদয় পাণ্ডবের,
তোরা কি বুঝিবি গভিরতা?

(পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—

দেহ পদধুলি পিতামহ,
দেহ গুরু শিরে শ্রীচরণ ;
আসিয়াছি প্রণাম করিতে।
স্নেহ চক্ষে দেখ গো পাণ্ডবে !!

(সকলের প্রণাম)

ভীষ্ম।—

আয় বৎস—ধর্ম্মশিরোমণী।
প্রিতিনেত্রে হেরিতে তোদের লজ্জা পাই।
অনন্ত ভক্তির কি দিলাম প্রতিদান—
প্রতিদান—বক্ষরক্ত পান।
অহো নারায়ণ—
এই ছিল অদৃষ্টে মোদের।
দোঁহে বৃদ্ধ—দোঁহেই অজ্ঞান।
পাপপক্ষে ঐ বৃদ্ধ বয়সে,
আসিয়াছি—বিরুদ্ধে ইচ্ছার।
কহ বৎস—কি মাগহ বর।

যুধিষ্ঠির।—

আর কিছু নাহি মাগি দেব—
কেবল—মিনতি পদে,
বিপদে মন্ত্রণা যেন পাই—
পাণ্ডবের—কেহ নাই আর।
পিতৃহীন অভাগা আমরা।

ভীষ্ম।—

যথাইচ্ছা সাধিব তোমার।
হৃদয়ের অনন্ত উচ্ছাসে—
আশির্ব্বাদ করি তোমাদের।
জয় লাভ কর এ সমরে !!
জানেন ত হৃষিকেশ—
যথা ধর্ম্ম তথা জয়—তাঁরই বেদবাণি !!
ধর্ম্মভীরু—ধর্ম্মই কবচ তোমাদের।

শ্রীকৃষ্ণ।—

দেবব্রত—সত্যপ্রিয় তুমি,
বয়সেতে জ্যেষ্ঠ সবাকার।
সত্যরণে হওগো অমর !!

ভীষ্ম।—

শিরোধার্য্য শ্রীমুখের বাণী।

দ্রোণ।—

আশীর্ব্বাদ ধররে পাণ্ডব,
ধর এ উন্মাদ আচার্য্যের—
রণজয়ী হও ধর্ম্মমতে—
কোরো নাশ সমরে দোঁহায় !!

যুধিষ্ঠির।—

পূর্ণআশ—কামনা সফল।
মমপক্ষে কে চাহ আসিতে ?

(যুযুৎসুর প্রবেশ)

যুযুৎসু।—

এই দাস আছে উপস্থিত।
ধর্ম্ম পক্ষ প্রিয় বড় মোর !!
দেহ আজ্ঞা পিতামহ—
হিতাহিত জ্ঞান মোর—
অবিরত করিতেছে মানা,
পাপ পক্ষে—মূহুর্ত্ত থাকিতে।
হেথা পাপ—জলন্ত মুরতি।
দেহ আর্য্য অনুমতি,
মিলি আমি পাণ্ডবের সাথে।

ভীষ্ম।—

যথা ইচ্ছা কর বৎস
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আমি,

একমাত্র রহিবিরে তুই,
জলপিণ্ড অর্পিতে অন্ধের!!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র—নেপথ্যে ঘন ঘন তূর্য্যনাদ)

(উলঙ্গ কৃপাণ করে রক্তাক্ত শিখণ্ডির প্রবেশ)

শিখণ্ডি।—

ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহমুখ—
পাছুহঁটি কৌরব বাহিনী,
দেখিলাম—পুন কি আবার?
শত শত তূর্য্যনাদে,
যথাস্থানে—স্তম্ভিত কটক।
পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ কুরু সেনা।
দুঃশাশন—কালান্তক যম,
ফিরাইল সমরের গতি।
মিশামিশি—আবার কটক উভদয়ে।
নবোৎসাহে মাতিল আবার—
অপরাহ্ণে—ক্লান্তি নাই—
রণ রঙ্গ—বর্দ্ধিতারতন—
সর্ব্বাঙ্গ শোণিত প্লুত—
পুনঃ রণে মাতিতে হইল—

(দুঃশাশনের প্রবেশ)

দুঃশাশন।—

ঘৃণ্য ক্লীব—পুরুষত্বহীন—
রণ বহ্নি—বাড়িল প্রবল—
আয় শির—নিক্ষেপি কৃপাণে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

ছিঃ ছিঃ লক্ষ্য ভ্রষ্ট বারম্বার।
কম্পিত কৃপাণ, কর, অবশ শরির—
পদাঘাত—উপযুক্ত তোর।

(পদাঘাতের উপক্রম ও অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু।—

ধিক্ কুরুকুল কুলাঙ্গার—
স্বৈর যুদ্ধে হারাইলি নীতি?
রক্তস্রোতে—দিব বিসর্জ্জন তোরে আজি—
শিখাইব সমর কৌশল!!

দুঃশাশন।—

হাঃ হাঃ হাঃ বালক—
মাতৃস্তন ছাড়ি বুঝি আইলি সমরে?
ধিক পাণ্ডবের দলে,
নারি—শিশু—নায়ক সৈন্যের।
বালভাষে—চাহিস্ ভুলাতে,
চাহিস্ ভুলাতে বুঝি—কঠোর হৃদয়ে।
এ বড় কৌশল মন্দ নয়।

অভিমন্যু।—

বালকের সমকক্ষ কই?
চেয়ে দেখ কুরুসৈন্য পানে,
সারি সারি হটিছে লুটিছে,
বালকগণের শরজালে!
তীব্রতেজ জ্বলিছে বদনে আমাদের।
কালচ্ছায়া দেহে তোসবার—
অসার—দুর্ব্বল—ভীরু,
অশিক্ষিত সৈন্য সেনাপতি,
কোন বীর আসিবে যুঝিতে এ সময়ে?
এ সমর—বালকেরই সাজে।
অবসান প্রায় বেলা,
বালক কজনে মোরা—দিয়াছে হটায়ে,
কতবার ব্যূহ ঠেলি!!

আয়—রণ দেখি দুঃশাসন!!

(যুদ্ধ ও দুঃশাশনের পলায়ন)

ছিঃ ছিঃ ধিক্ ধিক্।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

আসুন সমরে সেনাপতি।
নমস্কারি—হানিনু চরণে—খর শর!!

ভীষ্ম।—

দুগ্ধপোষ্য—কেরে তুই?
তীব্র বিষধর শিশু জলন্ত অনল—
রণছটা পড়িছে উথুলে?
হারাইলি—দুঃশাশনে—ক্ষণিক সমরে।
আমায়ও করিস আবাহন।
দ[illegible]থ চেয়ে একা নই আমি।
পঞ্চ অতিরথ মোরে রক্ষিছে চৌদিকে।
এক বাণে হবি ভস্ম রাশি।

অভিমন্যু।—

পঞ্চ অতিরথ তব—
সাধ্য কিসে হয় অগ্রসর?
একৈক শায়কে বিদ্ধ করিব সবায়।
যথাস্থলে রহিবে অচল।

(বাণক্ষেপণ)

ভীষ্ম।—

রথ ত্যজি নেমেছি ভূতলে,
তোরে সুধু সাপটি লইতে।
হুঙ্কর, না পারি পরশিতে কায়া তোর!
আয় তবে করি রণ হাসিতে হাসিতে,
কৌতুক দেখুক বীরদল!

(বাণক্ষেপণ)

অভিমন্যু।—

উহুঃ বক্ষে বাজিল বিষম!
ঘন ঘন শিহরিছে কায়!
অবশ—চরণ—কর—গেল—গেল—গেল—
গেল পড়ি কার্ম্মুক ভূতলে।
অর্জ্জুন তনয় আমি—
পাছু হাঁটি পলাতে শিখিনি।
মার বৃদ্ধ—পড়ি হাঁটু গাড়ি।।

(অভিমন্যুর পতনকালে ধৃষ্টদ্যুম্নর প্রবেশ ও ধারণ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—

বীর বটে বৃদ্ধ দেবব্রত।
প্রতিপক্ষ—উপযুক্ত বটে সেনাপতি।
ছি ছি ধিক্! ধিক্।
বুদ্ধিভ্রষ্ট মরণ সময়ে—
এ নিদানে—কেন এ সংকল্প পৈশাচিক?

ভীষ্ম।—

ভাল ভাল—
পাইয়াছি প্রতিদ্বন্দি বুঝি?
সম মান—সমান মর্য্যাদা—
এস দোঁহে—করির পরীক্ষা বলাবল।।

(উভয়ে ঘোর যুদ্ধ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—

বাণে বাণে—ছাইনু অম্বর ভুজনায়।
অসিযুদ্ধ করি এস এবে।

(উভয়ে অসিযুদ্ধ)

ভীষ্ম।—

ধন্য বীর দ্রুপদ তনয়।
রণনীতি আয়ত্তে তোমার।
নাহি হোল জয় পরাজয়—
দেখ বেলা অবসান,
দিনদেব বসিলেন পাটে।
চক্ষের নিমিষে আমি

দেখ নাশি হাসিতে হাসিতে,
দশটি সহস্র তব সেনা।
(বাণক্ষেপণ ও নেপথ্যে হাহাকার)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—
কি বলিব কালপূর্ণ প্রায়।
নতুবা দিতাম প্রতিফল—
দিব শোধ—কৌশলের তব কালি প্রাতে।
(প্রস্থান)

ভীষ্ম।—
আগত রজনী ওই।
অন্ধকার—আসিছে প্রকৃতি গরাসিয়া।
তূর্য্যনাদে—সংহরি সমর আজিকার॥
(তূর্য্য নিনাদ)

নেপথ্যে।—
জয় জয় কৌরবের জয়॥
(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(উপপ্লব্য নগর—দ্রৌপদীর আবাস—)
(দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও অভিমন্যু উপবিষ্ট)

অভিমন্যু।—
যুঝিছেন ভীষ্ম প্রতিদিন,
কার সাধ্য তিষ্ঠায় সমরে?
সপ্ত দিন হইয়াছে রণ,
দিন দিন ক্ষীণ পক্ষ আমাদের মাতা।
কে জানে কি হয় পুনঃ আজি প্রাতঃকালে

দ্রৌপদী।—
ওরে বৎস! একি কথা শুনি?
সমরে পশ্চাৎপদ হোলকি পাণ্ডব?
নিরুৎসাহ হইল কি পার্থ ভীমসেন—
কুণ্ঠিত নকুল সহদেব?
আশা নাশি ধর্ম্মরাজ,
কাঁদেন ধরিয়ে কি রে কেশবের কর?
নাহি কি হুঙ্কার আর বাহিনীর মুখে?
রণনীতি ভুলিল কি সোদর আমার—
সেনাপতি কেশরি বিক্রম?
পিতামহ প্রবীণ সমরে,
পৃষ্ঠবল দ্রোণাচার্য্য বীর—
বটে সবে—জ্বলন্ত অনল—
নাহি কি তা বোলে বৎস—
কেশবের পূর্ণ রণনীতি?

সুভদ্রা।—
বিস্মিত যে আমি বোন,
বালকের রণ বিবরণে?
ভীষ্ম দ্রোণ এখনো জীবিত?
সপ্ত দিন—সহিয়ে সমর,
পার্থ ভীম এখনো নিদ্রিত?
কে জানে কি মায়ারণে,
ভুলায়েছে ভীষ্ম কেশবেরে—
ভ্রাতা মোর—ত্রিভুবন জয়ী!
কেন তবে নিশ্চিন্ত এখনও?

অভিমন্যু।—
শুন মাতঃ অদ্ভুত কাহিনী!
পাণ্ডবের রণনীতি এ ক্ষেত্রে নূতন!
সেনাপতি বীরত্বে অতুল,
নাহি দেন সমরে পশিতে—
প্রবীণ ক্ষত্রিয় বীরদলে।
নামিয়াছি বালক আমরা রণভূমে—
পৃষ্ঠ রক্ষা করেন মোদের, সবে তাঁরা।
জলন্ত উৎসাহে মাতি,

যুবকবাহিনী সাথে ল'য়ে—
করিতেছি ভয়ঙ্কর রণ কয়দিন।
প্রবীণ কৌরব সেনা—
বালকের সনে রণে হইতেছে ক্ষয়—
অসংখ্য কৌরব রথি—
অতিরথ—অর্দ্ধরথি আদি,
বলনাশে—হারাইছে তেজ—!
পাণ্ডবের নহে সে দুর্দ্দশা!
প্রবীণ প্রমত্ত বীর
দলে দলে আছয়ে রক্ষিত।
বলহীন হইলে কৌরব—
হুঙ্কারি—গগণ ফাটাইয়া—
রুদ্ধ স্রোত বাহিরিবে বেগে—
সে অনন্ত বেগের চাপনে,
ছিন্ন ভিন্ন হইবে কৌরব।
জয়লক্ষ্মি দিবে আলিঙ্গন।
পরিণাম—বিজয়ী পাণ্ডব সুনিশ্চিত!!
এই গুপ্ত মন্ত্রণা—বিষম!!

দ্রৌপদী।—

কে জানে কি রণ পরিণাম?
পরিণাম ভাবিতে চাহিনা।
চাহি শুধু কুরুকুল নাশ।
কবে যে আসিবে দিন,
কবে পাব তিরিপ্তি প্রাণের?
কে জানে কবে যে বাছা,
প্রতিহিংসা পাইবে পাঞ্চালি?
কবে হায়—বান্ধিব এ বেণী?
কবে শেল—উপাড়ি পড়িবে এ বক্ষের?
কবে পঞ্চপতি সনে,
বসিব—কৌরব সিংহাসনে?
দেখিব নয়ন ভরি,
অশ্রুআঁখি কৌরব রমণী—
বিধবা বিকৃত বেশা—
কবে আসি চরণে লুটাবে!
কবে কুন্তি জননীর কোলে,
বসিবে পাণ্ডব—সুখে পুনঃ,
কবে হব রাজ রাজেশ্বরী?

সুভদ্রা।—

বিলম্ব নাহিক আর বোন্,
ধর্ম্মপক্ষ বড় বলবান।
উড়ে যাবে অরাতি নিকর,
ভস্মরাশি হইবে কৌরব!
স্বহস্তে জ্বালায়ে চিতা,
মনানল করিবে নির্ব্বাণ।
জানত প্রকৃতি লীলা বোন্,
মেঘান্তে প্রখর ভানু,
বিতরে কিরণ খরতর—
মাতে দিক আঁধার অর্ণব এড়াইয়া।
শেষ সুখ—জীবন্ত প্রমাণ প্রমোদের!!

অভিমন্যু।—

উষা আসি হাসিল গগণে,
দেহ মা বিদায় দাসে,
শিবিরে পশিগে আগে ভাগে।

দ্রৌপদী।—

চল ভগ্নি—দেবতা দেউলে,
পূজিগে শঙ্করজায়া—বিঘ্নবিনাশিনী।
এস বৎস—বীরবেশে সাজি,
আশীর্ব্বাদি কুসুম বান্ধিয়ে দিব গলে।
আজি রণে ঘটিবে মঙ্গল!!

(দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রস্থান)

উত্তরা।—

এস নাথ!—

বীরবেশে সাজাই তোমারে।

(বীরবেশে সজ্জিত করণ)

অভিমন্যু।—

বীরের বনিতা—প্রিয়ে,

সমর কল্যাণি—নামে জগতে পূজিতা

কি তিরিপ্তি বীরাঙ্গনা বামে!

চারুমুখ—দীপ্ত—রণভূমে—

চারুহাসি উৎসাহ প্রাণের—

ঘোর রণে—মাধুরি স্মরণে,

দ্বিগুণিত বল পাই হৃদে!

ভুলে যাই চিত্ত অবসাদ—

ক্লান্তি শান্তি—উদ্দেশে নারির—

নারির—ললিত বাণি—

জাগি হৃদে—বীরত্বে মাতায়,

শক্তি পাই শক্তির স্মরণে!!

আসি প্রিয়ে দেহ আলিঙ্গন!!

(আলিঙ্গন)

উত্তরা।—

কি লাবণ্য উথলে প্রাণেশ—

বীরবেশে—বিকাইনু পায় হে আবার!

যাও রণে—হৃদয় বল্লভ—

মনে রেখো—প্রাণনাথ—

মস্তকের মণি ফণিনীর—

চিন্তা—আশা—সংসার সাগরে কর্ণধার—

দুঃখিনীর তুমিই সম্বল।

সার রত্ন—ফিরে যেন পাই!!

কাঁদিতে শিখিনি বীরাঙ্গনা,

বীরপতি গৌরব নারীর—

সে বীরত্ব লাভে অগ্রসর—

বাধা দেওয়া জানি অসঙ্গত।

কিন্তু প্রাণনাথ—

বুঝিছ কি প্রাণের কাহিনী?

এ প্রাণে কি ঘটিছে বিপ্লব?

ইচ্ছা করে—প্রাণ ভোরে কাঁদি,

কাঁদিয়া—বিনয়ে করে ধরি,

ফিরাই সমর সাধ হোতে।

চোখে চোখে রাখি দিবানিশি!

অভিমন্যু।—

প্রাণের লুকান প্রেম কক্ষে,

কত কথা উঠিছে—পড়িছে—

এ নয় সময় শুনিবার।

রণব্রত—ইষ্ট এ সময়—

বীরের এ সুলগ্ন নরীনা—

এ হেন মাহেন্দ্র ক্ষণে,

ইচ্ছা সুখ—করিব গ্রহণ বিধিমতে।

পরে প্রেম অনন্ত প্রমোদ—

অনন্ত কালের তরে—পাইব দোঁহায়!!

আসি প্রিয়ে—দাওলো বিদায়!

উত্তরা।—

এস নাথ—দিলাম বিদায়—

(অভিমন্যুর গমন)

সমর কল্যাণী দেবী রক্ষুণ তোমায়—

(অভিমন্যুর প্রস্থান)

রক্ষাকালি—জগত জননী—

জানেন রমণী—নারি হৃদয় বেদন—!

রেখো মা সমরে প্রাণনাথে—

তব কোলে দিলাম তুলিয়ে!!

(গীত)

আলেয়া—আড়া।

মায়াময়ী ডাকি মা তোমায়।
বাঁচাইতে হবে মলিনায়;
সাধের সে তরিখানি ডুবুডুবু প্রায়।।
অকুলে আকুলা হই,
তাই ডাকি ব্রহ্মময়ি,
কোলে তুলে নিতে হবে আয়;—
আয় মা ধরিনু রাঙ্গাপায়।।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(রণক্ষেত্রে—কৌরব পতাকাবাহক ও নকুল উপস্থিত)

কৌ—পতাকাবাহক।—
এ জীবন থাকিতে আমার,
পতাকা না ছাড়িব কুমার কোনমতে।
কর বল যত আছে দেহে!!

নকুল।—
(এক হস্তে পতাকার দণ্ড ও অপর হস্তে অসি লইয়া)
এখনি পাড়িব শির।
কেন প্রাণ হারাবি পদাতি!
বক্ষ রক্ত কে দিবি মিছে
কৃপাণাগ্র বড় তীক্ষ্ণ মোর।

কৌ—পতাকাবাহক।—
চর্ম্মও কঠিন বড় মোর
দুর্ভেদ্য এ অতি পুরাতন।
কত শত ভেঙ্গেছে কৃপাণ কতবার।
চর্ম্ম বিনা নাহি অস্ত্র আর—
আত্মরক্ষা—শিক্ষা মোর সুধু।
ছাড় পতাকার দণ্ড—

(কৃপাণ আঘাত ও ভগ্ন)

ছিঃ ছিঃ আর নাহি যে কৃপাণ।
পলাও পাণ্ডব—পিছে চাহিওনা আর।

(নকুলের প্রস্থান ও সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব।—
আরবার দেখিব পামর।
দেখি চর্ম্ম কতই কঠিন।
সপ্ত অসি—ভেঙ্গেছি এ সপ্ত দিন রণে,
পারি নাই কাড়িতে কেতন।
আজি তোর নাহিরে নিস্তার!!

কৌ—পতাকাবাহক।
মিছার গুমাণ বীরবর!
ওই দ্যাখ—চেন কি কৃপাণ?
তব কর্ম্ম নহে এ কেতন পরশিতে।
তুচ্ছ কার্য্যে কেন লজ্জা পাও?
যাও গিয়ে কর রণ অন্য বীর সনে।
বীরকার্য্যে তৃপ্তি পাবে বীর!!

(পতাকাবাহকের পশ্চাতে সহদেবের প্রস্থান)

(রথারূঢ় দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন।—
চালাও সারথি রথ সম্মুখে ভীমের—
দাম্ভিকের দিব প্রতিফল।
হস্তী অশ্ব নাশিছে পামর গদাঘাতে—
গদাচুর্ণ করিব শায়কে।
অসংখ্য সৈন্যের ক্ষয়—
দেখিতে পারিনা চক্ষে আর।

(গদা হস্তে ভীমের প্রবেশ)

ভীম।—

কেরে কুরুকুলাঙ্গার—
কি দেখাস্ ইঙ্গিতে আমায় ?
সারথি সহিত রথ,
দেখ চুর্ণ করি গদাঘাতে !
তোরে বাঁধি লইব শিবিরে।

(গদা আঘাত)

দুর্য্যোধন।—

(বাম হস্তে গদা ধারণ করিয়া)

ধিক্ দম্ভে—ধিক্ বৃকোদর।
সহ্য কর—তীক্ষ্ণ শরজাল ! !
মূর্খে মারি কলঙ্ক বাড়াই।

(শরক্ষেপ—বৃকোদরের গদা ঘূর্ণন)

ভীম।—

কোথা শর—গেল পালটিয়া ?
আত্ম শরে—হৈলি বিদ্ধ দ্যাখ—
বক্ষে—মুখে—কবচ ভেদিয়া—
রক্ত স্রোত বহিয়া পড়িছে।
রক্ষা নাই—করিনু বিনাশ !!

(শির লক্ষ্য করিয়া গদাঘাত ও দুর্য্যোধন স্তম্ভিত)

অসাড় নিস্পন্দ দেহ,
খসিয়া পড়িল ধনুঃশর—
স্তম্ভিত হইলি দুর্য্যোধন—
এখনি করিব বন্দি—
দাঁড়ারে সারথি পাপ—রাখ্—রাখ্—রথ—
রথ সুদ্ধ—লইব—থুইয়া কক্ষতলে।

(সারথির রথ ফিরাইয়া পলায়ন ও ভীমের প্রস্থান)

(ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ।)

ভীষ্ম।—

রণমুখ ফিরেছে দেবতা।
কুরুসৈন্যে শুন হাহাকার !
মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃকোদর,
সৈন্য বন করিছে উজাড়।
ছত্রভঙ্গ সমগ্র বাহিনী।
পার্থ-রণে—বীর রথিগণ
হতাহত—পলায়ন পর।
পার্থ রণে দ্বিতীয় শমন—
দৃষ্টি মাত্রে—আড়ষ্ট কৌরব—
অসাড়—অগণ্য সেনা কাতারে কাতার—
হুহুঙ্কারে মূর্চ্ছিত কটক !
কৃষ্ণতেজে তেজিয়ান আজি,
চক্ষে, মুখে অঙ্গ সঞ্চালনে—
তীব্রতেজ ঝরিছে চৌদিকে।
দেখ পার যদি ফিরাইতে সৈন্যঠাট—
অপরাহ্লে করি কালরণ !

(রথারোহণে দুর্য্যোধনের পুন প্রবেশ।)

দুর্য্যোধন।—

পিতামহ ! দেখিছ কৌতুক ?
দেখিছ কি স্মিত নেত্রে কৌরব নিধন ?
এ নিগ্রহ অভিপ্রেত বুঝি তব দেব ?
নহে কেন নিশ্চিন্ত এখনও ?
দেখিছ না—ভীমার্জ্জুন—
রক্তপাত করে কি সাহসে অনর্গল ?
কত সৈন্য মস্তক বিহীন ?
গজ বাজি—কত গড়াগড়ি ?
আজই রণ বুঝি হয় শেষ !!
এই ছিল অদৃষ্টে আমার ?

অসময়ে অভাগার,
সহায়-সম্পত্তি সব বিরুদ্ধ হইল।
প্রতিবাদী পরম দেবতা—
ইষ্টকারি অনিষ্ট করিল!!

ভীষ্ম।—

ত্যজ শোক কুরুবংশধর,
ঘুচাব মনের কালি তব।
নবোৎসাহে করিব সমর—
রণবেগ ফিরাইব রুদ্রতেজ ধরি!
হটাইব পাণ্ডব বাহিনী।
ধাওয়া ধাওয়ি যাওগো দেবতা—
বামে পশি ধরি শরাসন—
সসৈন্যে যুঝহ পার্থ সনে—
একা আমি—বিমর্দ্দিব পাণ্ডব বাহিনী।
বাণে বাণে ছাইব গগণ।
দেখিবে ভীষ্মের রণ স্থাবর জঙ্গম—
বিস্মিত হইবে দেবদল—
থাকে যদি দিনদেব দণ্ড দুই চারি—
অরি কেহ ফিরিবে না আর কৌরবের—
কুরুক্ষেত্র হইবে শ্মশান—
রক্তনদি বহিবে চৌদিকে!!

(দ্রোণের প্রস্থান)

বৃকোদর পিছে;
ধাও তুমি কুরুবংশধর—
অগ্রগামী বহুদূর বীর।
শতভ্রাতা মি[illegible],
ঘিরি তারে পাড়গে ভুতলে!!

(দুর্য্যোধনের প্রস্থান)

পার্থরথ আসে যে এধারে,
বিদ্যুৎ ঝলকে রথোপরে—
আজি রণে না জানি কি হয়?

(রথারোহণে অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

কহ পার্থ—কায়িক মঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণ।—

বিজ্ঞ বীর পাইলে কি ভয়?
অরি সনে কে কোথা কুশল কথা কয়?

ভীষ্ম।—

তা নয় কেশব।
এ প্রশ্নের প্রধান কারণ—
রণশ্রম স'বে কি না স'বে গাণ্ডিবির।
বাঞ্ছা তাই অগ্রে জানিবারে—
বালক—ঢলিয়ে পাছে পড়ে রণভূমে?
করিব যোজন—ভগ্নব্যূহ—
সাধ্য থাকে বাধা দাও বীর।

অর্জ্জুন।—

অগ্রে সহ কর শর দেব—
পিছে যেও ব্যূহ সংযোজনে।
প্রাণের মমতা ত্যাগ—
পার যদি করিতে বার্দ্ধক্যে পিতামহ—
তবে পশ' সম্মুখ সমরে—
নতুবা ছাড়িনু পথ—
প্রাণ ল'য়ে পালাও সঘনে।

ভীষ্ম।—

পিতামহি নাহিত কিরিটি তোমাদের—
প্রাণে তবে মমতা কিসের?
বিধবা কাঁদিতে নাই ঘরে—
নাতি বধু বড় ভালবাসি—
কাঁদে যদি কাঁদিবে তাহারা—
ক্ষতি নাই—কর শরক্ষেপ—
বাল—বৃদ্ধ—দেখি কে—চতুর—

চতুরের চূড়ামণী সাথে!!

(অর্জ্জুনের সহিত ঘোর যুদ্ধ)

অর্জ্জুন।—

আরো সাধ—কাঁপিছ যে দেব?

ভীষ্ম।—

ধন্য ধন্য পার্থ মহাবীর—

বংশের দুলাল তুই—হেরি—

ধন্য অস্ত্রশিক্ষা এ বয়সে।

অসহ্য এ বক্ষে—শরজাল—

বাজে বজ্র কালের কবাটে—

পলায়ন শ্রেয়ই আমার—

(ভীষ্মের পলায়ন)

অর্জ্জুন।—

ফিরাও কেশব রথ—

সন্ধ্যা হোল—সমরাবসান!!

ওই শুন তুর্য্যের নিনাদ।

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(দুর্য্যোধনের শিবির সন্নিহিত পথ)

[অশ্বারোহণে দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন—সম্মুখে ও পশ্চাতে মশালধারিগণ]

দুঃশাসন।—

কি কহ অগ্রজ—

পিতামহে চেননাকি তুমি?

পাণ্ডব প্রাণের নিধি,

তাচ্ছল্যের পাত্র শত ভাই।

নতুবা কি চলিত সমর এতদিন—

কোন দিন—পরাজিত হইত পাণ্ডব।

বর্ত্তমানে কে বীর শান্তনুসুতসম।

দুর্য্যোধন।—

কেমনে কহিব তাঁরে,

অস্ত্রত্যাগ করিতে এখন?

সখা নামে—জ্বলে দেহ তাঁর।

চক্ষুশূল—মাতুল শকুনী।

হয়ত—কেজানে ভাই—

পাণ্ডবের পক্ষে যেতে পারেন এখনি।

কাড়ি ল'য়ে সেনাপতি পদ,

কর্ণে দিলে—মর্ম্মাহত হবেন গাঙ্গেয়।

ভাবি তাই হোতেছি কুণ্ঠিত?

দুঃশাসন।—

সর্ব্বনাশ হোতে থাক্ তবে।

অরি পক্ষ হোক্ বলবান।

শত ভাই ছিনু মোরা,

আজি কার কাল বণে—

ভাসায়ে দিয়েছ ভাই—
অধিকাংশ কালের সাগরে।
অবশিষ্ট মোরা কয়জন।
এইরূপ চলিলে সমর—
আমরাও শিঘ্র হব নাশ।
যথা ইচ্ছা—কর গো অগ্রজ।

দুর্য্যোধন।—

উভয় শঙ্কটে ভাই—
ভুলিলাম মান অপমান।
ডুবিতেছি অপার সাগরে—
যাহা পাব করিব আশ্রয়।

দুঃশাশন।—

জানত কর্ণের তেজ ভাই।
শুনেছ ত প্রতিজ্ঞা তাঁহার।
ধনুকরে নামিলে সমরে,
কার সাধ্য বাধা দিবে তাঁয়?
মুহূর্ত্তে হইবে নাশ পাণ্ডব বাহিনী।
উৎকণ্ঠা প্রাণের দুরে যাবে।
বর সেনাপতি পদে তাঁয়—
শাস্ত্রেতে কথিত আছে—
বৃদ্ধের বচন হিতকর—
কিন্তু ভাই—
অতি বৃদ্ধ—বালক যেমন—
পিতামহে নাহি কিছু সার বোধ হয়।

দুর্য্যোধন।—

নির্ব্বোধের ম[illegible] কহ কথা।
উগ্রতেজ—চেনকি প্রবীণ বীরেশের?
কি অদ্ভুত সমর কৌশল,
দেখালেন পিতামহ—দেখিলে কি ভাই?
রণরঙ্গভূমে,
যতবার চেয়েছি আর্য্যের মুখপানে,
ততবারই—সমান উৎসাহে—
লোহিত উজ্জল আঁখি—দন্তে পাকলিয়া,
টঙ্কারিতে দেখেছি কার্ম্মুক।

পট পরিবর্ত্তন—

(ভীষ্মের শিবির—শিবির মধ্যে ভীষ্ম শয়ান)

পিতামহ! এসেছি ভেটীতে!

ভীষ্ম।—

এস বৎস—বোস আস্তরণে।
এ নিশিথে—কিবা প্রয়োজন?

দুর্য্যোধন।—

কি আর কহিব পিতামহ—
উৎকণ্ঠায় আকুল পরাণ।
কে জানে কি হবে ভবিষ্যতে।
সমরের—কিবা পরিণাম?
সেনাপতি পদে বরি—আপনায় দেব,
নিশ্চিন্ত হইয়ে ছিনু সবে—
মনে ছিল—হবে শত্রুনাশ—
কই দেব—গত অষ্ট দিন—
শত্রুবল কই হোল ক্ষয়?
বলদৃপ্ত এখনো পাণ্ডব—
হীনবল দিনে দিনে মোরা!
ঘুচিতেছে আশা—ক্রমে ক্রমে—
সন্দেহে—আসিনু তব পাশে—
কি নূতন করিব উপায়?

ভীষ্ম।—

রে কুমার কুরুবংশধর—
উতলার নহে এ সময়।
উত্তেজনা চাই দিনে দিনে,
স্ফূর্ত্তিতে নবীন বলে.

করা চাই ক্রমে ক্রমে অরাতি বিনাশ।
যে সে শত্রু নহেত তোমার।
ভুলেছ কি পাণ্ডব বিক্রম—
জাননাকি কেশবের সমর কৌশল—
রণনীতি দ্রুপদ পুত্রের?
এ নহে সামান্য রণখেলা—
সামরিক বিধানের কুট ধারাগুলি,
একে একে হবে প্রদর্শিত।
সভ্যাসভ্যে নহেত এ রণ—
উভপক্ষে ভারতের বিজ্ঞ ধনুর্দ্ধর—
কুরুক্ষেত্রে সদ্য সমাগত।
রণচণ্ডি সবারি পূজিত।
এ দীপ্ত সমরানল—
সহজে কি হবে নির্ব্বাপিত?
নিশ্চিন্ত হইয়া রহ,
রণে জয় পরাজয় অদৃষ্ট লিখন।

দুর্য্যোধন।—

পিতামহ!
একি অসম্ভব কহ কথা!
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তব সাথে,
পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহিণী,
তারতম্য রোয়েছে শক্তির—
দুর্ব্বলের সনে বলিয়ান,
কতক্ষণ কবে করে রণ?

দুঃশাসন।—

হে অগ্রজ বীর অবতার।
অতি বৃদ্ধ পিতামহ এবে—
আয়াস—উৎসাহ—তীব্র তেজ—
বয়সের সনে—ম্লান—হইয়াছে ক্রমে।
নাহি সে পূর্ব্বের কঠোরতা—
একাগ্রতা গেছেন ভুলিয়া—
সংসারের কোলাহল এড়ি—
শান্তির শকটযাত্রী এবে পিতামহ।
আমি বলি—আর কেন—
দেহ ভ্রাতঃ কার্য্যে অবসর—
দূরে হোতে দেখুন কৌতুক।

দুর্য্যোধন।—

আমারও বাসনা তাই ভাই।
অস্ত্র ভারে নাহি প্রয়োজন।
দিন ভার—নব্য বীর করে পিতামহ।
সখা কর্ণ প্রদীপ্ত অনল—
হোন্ মুখ্য সেনাপতি তিনি।
ত্বরা কার্য্য—সাধিবে সবার মনোমত।
কহদেব—কর মত—
এ অপেক্ষা নাহি সদুপায় কিছু আর।

ভীষ্ম।—

কি বলিলে—কি বলিলে—
ওহ্—একি মর্ম্ম ভেদী দারুণ প্রস্তাব।
অক্ষম আমিকি—হায়—
অক্ষম—অধমাধম—তাচ্ছল্য এমন—
কৌশলে—নিরস্ত্র করি মোরে—
রাধাসুতে করিবে বরণ?
হাঃ রে ভাগ্য—উগারে গরল—ওহো কেন?
কেন এ দারুণ অপমান?
যারে বক্ষ—যারে বিদাবিয়া
অন্তরাত্মা—পুড়ে হোল খাক্!!
ওরে বৎস—এ বৃদ্ধ বয়সে—আর কেন?
অসহ্য এ নরক যন্ত্রণা!!
যা হবার তাই হবে কালি—

একদিন দে'আর সময়।
কালি প্রাতে প্রতিজ্ঞা আমার—
হয় পরাজিব অরিদলে—
নতুবা—বীরের মাঝে—বীরশয্যা পাতি—
বীর হস্তে হইব নিধন—
অনন্ত কালের তরে—
আঁখিপদ্ম হবে নিমিলিত।
যন্ত্রণা সহিতে হবে না !!
করে ধরি ওরে বৎস—
কাঁদাও না—অভিমানে মোরে—
তোরাই রক্ষক অভাগার !!

দুর্য্যোধন।—
শিরোধার্য্য আদেশ গো দেব—
কোর কল্য যথা অভিরুচি
আসি—পদধুলি দেহ মাথে।
(প্রণাম ও উভয়ের প্রস্থান)

ভীষ্ম।—
অধিনতা—অধিনতা—
ওঃ নিগড় বন্ধ দৃঢ়তর।
অর্থদাস—আমি কাপুরুষ।
হারে স্মৃতি! কি দংশন তোর?
কি ছিনু কি হইনু এ চিন্তা বিভীষিকা।
পিশাচের স্বার্থে সমাদৃত।
নহে এত অপমান—সহে কি গাম্ভেয়?
পুরুষকার যাও রসাতলে—
শূন্যগর্ভ—? রাব—গভির—
একটী মুহূর্ত্তে হায়—
শত বৎসরের ঘোর শ্রম উপার্জ্জিত
কীর্ত্তিস্তম্ভ—ধুলায় লুটায়।
নতুবা—নতুবা হায়—
ভাবিতেও চক্ষে আসে জল—
নতুবা—ঘৃণার চক্ষে হেরিতাম যারে—
সেই আজি—অহঙ্কারে ফুলি,
এই শিরে করে পদাঘাত।
সহি আমি--বিনা বাক্যব্যয়ে।
অধিনতা—সর্ব্বনাশি তুই—
তোর কার্য্য সকলি অদ্ভুত !!
রাজারে করিস তুই পথের ভিখারি—
মহাবীরে—বিড়ম্বিয়া—
কালকুটে--রাখিস ডুবায়ে?
তাই আজ—শান্তনুতনয়—
অশ্রুনীরে ভাসিছে নিরবে !!
যারে স্মৃতি—কর্ পলায়ন !!
সে আমি ভুলিয়া যাই—
এ আমি—এখন কৃপাকটাক্ষ ভিখারি !!
ওকি? ঊষা—আলোক মধুর—
প্রাতঃকৃত্য সারিয়ে সত্বর—
ঝাঁপায়ে পড়িগে—
উদ্বেলিত সমর সাগরে—
পারি যদি—সাঁতারি সতেজে পার হব—
নতুবা ডুবিব—অবহেলে !!
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র—)

(এক দিক দিয়া দ্রোণাচার্য্য ও অপর দিক দিয়া রথারূঢ় অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন।—
পাইয়াছি গুরুদেব—
শিক্ষার পরীক্ষা দিব আজি।

গুরু শিষ্যে আসুন সমররঙ্গে মাতি।
যৌবনের জীবন্ত প্রতিভা—
জড় বুদ্ধি— বৃদ্ধেরে দেখাব।
কাটিব কার্ম্মুক করে,
শ্বেত কেশ উড়াব কৌতুকে।

দ্রোণ।—
উচ্চ আশা উপযুক্ত বটে—
রণপ্রগল্ভতা সাজে তোম—
তুই পার্থ পুত্রের সোসর।
এটা কিন্তু ক্রীড়াভূমি নয়—
রক্তপাত—জীবন মরণ—
প্রতিপদে—সমর শঙ্কট।
ত্যজিয়ে কৌতুক লীলা—
কালক্রীড়া কর আয়োজন।
দশনে অধর চাপি—ভ্রুকুঞ্চিত করি,
আত্ম পর হোয়ে বিস্মরণ,
উগ্রতেজে—আয়রে ক্ষত্রিয়,
রণসাধ মিটাইয়ে দিই।

অর্জ্জুন।—
শরতের জলদ গর্জ্জন গুরুদেব!
বালকের ভীতি উৎপাদক।
নহি দুগ্ধপোষ্য শিশু!
উচ্চ কথা—আশঙ্কা প্রমাণ—
কথা নাই—কার্য্য চাই দেব—
ছাড়ি বাণ—কর নিবারণ—
বায়ব্যাস্ত্রে উড়াইব ঠাট—তব সনে!!

(বাণক্ষেপণ)

দ্রোণ।—
শৈলাস্ত্রে নিবারি দেখ বীর।
অর্দ্ধ পথে—হইল মলিন!!

(বাণক্ষেপণ)

সমর রহস্যে সুপণ্ডিত।
কৌতুকের—নহেত এ ঠাঁই।
ব্যর্থ বাণ—মরণ সমান।
রণমূর্খ—কিনিও না নাম—তাচ্ছিল্যের।

অর্জ্জুন।—
হে কেশব! দেখিছ কি?
আসিছে ত্রিগর্ত্তরাজ—বিরাট বাহিনী।
রথ লয়ে চল ওর দিকে—
সুশর্ম্মায় শিক্ষা দিব কিছু।
আমি গুরু—কালপূর্ণ হয়নি কখনও।

(রথারূঢ় অর্জ্জুনের প্রস্থান)

দ্রোণ।—
ওকি হেরি? শঙ্কুল সমর?
দুই ঠাটে হইল মিশামিশি—
ব্যূহ ভেদি—পশিল যে পাণ্ডব বাহিনী?
টলিল—অচল ঠাট—
মহাশক্তি—হৈল সংবর্ধন।
দেখি—অগ্রসরি—পরিণাম!!

(দ্রোণের প্রস্থান)

(নেপথ্যে "জয় পাণ্ডবের জয়" ভেরি-নিনাদ ও শঙ্খধ্বনি।)

(ধৃষ্টদ্যুম্নর প্রবেশ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন—
শঙ্কুল সমর নীতি,
উচ্চ সাধ মিটাইল মোর।
পাছু হটি পালাল কৌরব!!
ভীমবেগে—বিরাট বাহিনী—
ব্যূহ মুখ করি ছারখার—

রণে হানা দিল – চারি ধারে।
সে বিপুলবেগে
কার সাধ্য করে নিবারণ।
ছত্রভঙ্গ হইল্ কৌরব দলবল –
দলে দলে – ছাঁটুগাড়ি
অসিমুখে – অসহায় – অর্পিল জীবন।
অবশিষ্ট পলাইল ছুটে !!

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল।–
সেনাপতি! ফিরিল আবার –
ফিরিল কৌরব সেনা – শল্য সহযোগে।
পুন ছত্র হোয়েছে গঠিত।
দ্বিগুণ উৎসাহে –
হুঙ্কারিয়া – ক্রুদ্ধ কেশরির মত সবে,
রক্তনেত্রে – বহ্নি ছুটাইয়া –
রণরঙ্গে যেতেছে আবার !!
ধর্ম্মরাজ সনে মৎস্য পাঞ্চালাধিপতি –
শল্য রণে অস্থির এখন –
শরে শরে – বর্ষিছে অনল –
বক্ষে আর নাহি কারো স্থান !!

ধৃষ্টদ্যুম্ন।–
শীঘ্র যাও –
কহ গিয়া বৃকোদরে – কহ সাত্যকিরে –
সসৈন্যে উভয়ে ত্বরা করি –
দুই দিক হোতে –
করে যেন বে গ আক্রমণ।
মধ্যে পড়ি – বিষম চাপনে –
মদ্ররাজ – হেরিবে আঁধার !!

(নকুলের প্রস্থান)

গজসৈন্য কাতারে কাতার –
চলন্ত পর্ব্বত যেন,
অগ্রসর – ধরা কাঁপাইয়া !!
বৃকোদর – বিক্রমে বিশাল –
গদাঘাতে – দিবে যমালয় !!

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব।–
বীরবর! কি দেখিছ আর?
দেবব্রত রণে আগুসার।
জ্বলন্ত ভূধর সম –
দীপ্ত তেজে – রণোন্মাদ হোয়ে –
অগ্নিরাশি – বর্ষিছেন রণরঙ্গভূমে।
রুদ্ররূপি – শমন সোসর –
সংহার মুরতি ধরি – প্রদীপ্ত শায়কে –
বিন্ধিছেন – ভীম – সাত্যকিরে –
ধর্ম্মরাজ বিরাট, দ্রুপদ—
আত্মহারা বিভোলের প্রায়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।–
ত্বরা করি – যাও সহদেব।
কহ গিয়ে ধাইতে সমরে ভীমবেগে –
চেদি, কাশি, করুষ বাহিনী দলবলে।
অর্দ্ধচন্দ্রাকার – ছত্রে –
চতুর্দ্দশ সহস্র যুবকে।।

(সহদেবের প্রস্থান)

তীব্র বাণ – খর খর –
ত্যজিনু কার্ম্মুক হোতে – বড় ভয়ঙ্কর।
সমর পিপাসা শান্তি হউক ওদের—
ব্যগ্র হোয়ে—ছিল কয়দিন।
রুদ্ধ তেজ—দিক্ ছুটাইয়া—
লুটাইয়া পড়ুক কৌরব আবার !!

(শিখণ্ডির প্রবেশ)

শিখণ্ডি।—

সর্ব্বনাশ হইল সোদর।

ভীষ্মের ভয়াল রণে—কেহ নহে স্থির।

ছত্র ভঙ্গ হোয়েছে বাহিনী।

হতাহতে পূর্ণ রণভূমি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—

দক্ষিণে পাঞ্চালগণ আছে অপেক্ষিয়া—

আহ্বানিয়া আন সবে ভাই!

(শিখণ্ডির প্রস্থান)

দেখিব—ভীষ্মের কত বল—

সসৈন্যে সমরে পশি—

প্রকাশিব—জ্বলন্ত সমর নীতি আজি।

নরব্যাঘ্রে—লব বন্দি করি—

জীবন্ত—পিঞ্জরে পুরি—

ধর্ম্মরাজে দিব উপহার!!

(বেগে প্রস্থান)

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম।—

রণভূমি—বীরশূন্য প্রায়—

পাণ্ডবের কে আছে কোথায়?

পলায়ন পর—

ধিক্ রে ক্ষত্রিয় নামে—

কলঙ্ক সাগরে—

ক্ষত্রিয়ের বাহু-বীর্য্য-বীরত্ব বিপুল—

একেবারে দিলি বিসর্জ্জন।

ছার প্রাণ না দিয়ে সমরে—

কোন কার্য্য সাধিতে করিলি পলায়ন?

ক্ষত্রিয়াণি—স্ত্রী পুত্রি তোদের,

ঘৃণায়—যে—দিবে খেদাইয়া।

একারথে—জিনিনু সবায়?

এই বীর পাণ্ডব সহায়?

(রথারূঢ় অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন।—

কারে জয় করেছ প্রবীণ—

কিসে এত কর অহঙ্কার?

গুমান করিব গুঁড়া—

ভানু সনে—যাও অস্তাচলে!!

(শরক্ষেপ)

ভীষ্ম।—

অর্দ্ধ পথে কাটিলাম বাণ।

শুধু আত্মরক্ষা-নীতি—নহে আজিকার—

শরে শরে—বিঁধিব অর্জ্জুন—

ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত—

রথ হইতে পড়িবি ভূতলে—

মৃত্যু তোর—শোণিত বমনে!!

(ঘোর যুদ্ধ)

অর্জ্জুন।—

নারায়ণ! কি দেখিছ আর।

সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিছে থর থর,

তীব্র শর—শেলসম বাজে—

বক্ষে বুঝি নাহি আর ঠাঁই—

শরাঘাতে—তুমিও কাতর—

উঁহুঃ—একি—রুদ্ধ শ্বাস—এ—কি?

(মোহাভিভূত)

শ্রীকৃষ্ণ।—

(রথ হইতে নামি)

রে পামর।

চিনিলি না নর নারায়ণে।

আজি তোর নাহিক নিস্তার।

মুষ্ট্যাঘাতে—চূর্ণীব শরির—

(ভীষ্মের দিকে দ্রুত গমন)

অর্জ্জুন।—

(চেতন প্রাপ্তে—নামিয়া কৃষ্ণকে ধারণ করিয়া)

একি সখা—

প্রতিজ্ঞাকি হোলে বিস্মরণ ?

ভীষ্ম।—

ত্যজরে অর্জ্জুন নারায়ণে।

এই দেখ অস্ত্রহীন আমি।

ব্রহ্মাণ্ড পতির করে—

প্রাণ দিয়া পশি গো গোলকে।

হেন মৃত্যু—কারনা জগতে বাঞ্ছনিয়।

বক্ষপাতি দিনু জনার্দ্দন।

পঞ্জর করহ চূর্ণ—চরণ প্রহারে—

যোগির ধ্যানের ধন—শিবের সম্পদ,

জ্যোতির্ম্ময় ওমুখ নেহারি—

পাপ প্রাণ ছাড়ি—প্রাণারাম!

বহুক বৈকুণ্ঠ দেহ—বিষ্ণু দূত আসি—

আত্মময়—দেহ গো প্রসাদ।

শ্রীকৃষ্ণ।—

হ'য়েছিনু আত্মবিস্মরণ,

সখা তব—নেহারি মলিন মুখপানে।

চল ফিরি উঠি রথোপরে !!

(রথে উত্থান)

আজিরণে বিজিত পাণ্ডব।

মলিন—দিনেশ ওই গেল অস্তাচলে,

মলিনা—প্রকৃতি—হায়—আবরিল মুখ,

তামসি অবগুণ্ঠনে ওই—

ওই শোন ছাড়িছে নিশ্বাস প্রভঞ্জন—

হাহাকার—পাণ্ডব শিবিরে।

চল ফিরি—ধর্ম্মরাজ পাশে !!

(প্রস্থান)

ভীষ্ম।—

গেলরে মাহেন্দ্র ক্ষণ—

এ সুযোগে হোলনা মরণ।

কে জানে—কতই দুঃখ আছে এ কপালে

ধিক্ রে ক্ষত্রিয় বলে—

ধিক্ পিশাচের অধিনতা !!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(ভীষ্মের শিবির সম্মুখ—জ্যোতির্ম্ময় আকাশ হইতে জ্যোতির্ম্ময় বসুগণের গীত ও অবতরণ)

বিশ্ব বিলাস মায়া মোহ তেয়াগি।

দেব জীবনে পুঃন হও অনুরাগী ॥

সার স্মরণ কর,

প্রিতি কুসুম ধর;

ভাব বিভোর প্রাণে সুখ দুঃখভাগি ॥

(শিবির দ্বারে ভীষ্মের আগমন)

ভীষ্ম।—

পূর্ব্ব কথা হইল স্মরণ।

রবনা জগতে আর—ভাই—

বিরহের বিকট যাতনা—

মর্ম্মভেদি—পশিল দেখিয়া তোমা সবে।

অনুতাপ অশ্রুনীরে,

অগ্নিময় তিতিল কপোল,।

মিলনাশা—কুটিল বিদ্যুৎ।

হইয়াছে শাস্তি যথোচিত।

যাব ভাই—রবনা জগতে—পাপে ডুবি—

পুণ্যস্রোতে—ত্বরাকরি—

ঝাঁপায়ে পড়িব—দেহে রাখি—
পাপ ভার—লবেন পৃথিবী—থাকে যদি।
আত্মলোকে করিব প্রয়াণ—
শাপ মুক্ত—হ'য়েছি নিশ্চয়।

(বসুগণের অন্তর্দ্ধান)

জ্যোতির্ম্ময় পলালি নিষ্ঠুর।
প্রাণ ভোরে দেখাত হোলনা—
কতকাল আছি ডুবে আঁধার অর্ণবে।
কই কি? স্বপন বুঝি—?
কি প্রলাপ বকিতেছি আমি?
রণশ্রমে—বিকুল অন্তর—ওহো-তাই—
তাই আসে জাগ্রতে স্বপন!!
নৈশ বায়ু—কর শুশিতল—
নিবাওরে—পার যদি—অন্তর জ্বলন।

(পঞ্চ পাণ্ডবের কৃষ্ণসহ প্রবেশ)

কে তোমরা—আঁধারে লুকায়ে—
অস্পষ্ট শরির—শিঘ্র কহ-কে তোমরা?
নতুবা হারাবে প্রাণ—
শিবিরের—রীতি এইরূপ!!

শ্রীকৃষ্ণ।—

দেবব্রত—অতিথি পাণ্ডব—
তব পদে করিতে প্রণাম!

ভীষ্ম।—

আয় বৎস! শিবির ভিতরে!
চাঁদ মুখ দেখি তো সবার।
দেখি ভাল করে একবার।

(সকলের শিবির মধ্যে প্রবেশ)

(পট পরিবর্ত্তন—)

(শিবিরের অভ্যন্তর দেশ)

ভীষ্ম।—

আহা একি? সে লাবণ্য কই?
স্ফুরিত সুহাস দ্যুতি,
শান্তোজ্জল চাহনি নেত্রের—
আস্যের সে ঢল ঢল ভাব—
তেয়াগিলি কোথায় পাণ্ডব?
অনন্ত বিষাদচ্ছায়া,
মালিন্যের চিহ্ন ঠাঁই ঠাঁই।
নিরাশার চিত্র পট যেন?
আহা মরি—এদৃশ্যকি সহা যায়—হায়—
চক্ষে জল—আসে হে কেশব—
পিতৃহীন অনাথ সন্তান—গণে হেরি।
হায় আমি—পাপ মন্ত্রণায়—
কি নিষ্ঠুর—এ বৃদ্ধ বয়সে।
কি উপায় করি হৃষিকেশ?

শ্রীকৃষ্ণ।—

বয়ঃজ্যেষ্ঠ সবাকার গুরু,
প্রবীণ আপনি মহাশয়।
মন্ত্রণা কে দিবে আপনায়?
নিজে বুঝি করুন বিচার হিতাহিত।
পাণ্ডবেরা বড়ই অনাথ।

ভীষ্ম।—

কি কহিব তোমায় কেশব।
আমাতে ত আমি আর নাই।
উদাস মানস—প্রাণ কেমন কেমন,
আত্মহারা উন্মাদের মত।
কি যেন কি পূর্ব্ব কথা,
মানস আকাশে—
চমকি বিদ্যুৎবৎ—মিশায় আকাশে—

পুনঃ ঘোর অন্ধকারে—অন্ধ প্রায় হই!
উঠে পড়ে বক্ষ ঘন ঘন,
চমকে—চাহি হে চারিধারে।
ভূত ভবিষ্যৎ দর্শি—দেখ ভাল করি—
দেখ যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বলে,
অদ্ভুতত্ব পায় প্রকাশিতে মানসের।।

শ্রীকৃষ্ণ।—

ভুলিলে কি দেবব্রত—
ভুলিলে কি সুরভি হরণ,
ভুলিলে বশিষ্ঠ অভিশাপ?
সপ্ত বসু জনমি—গিয়াছে নিজলোক—
তুমি শুধু পশ্চাতে পড়িয়া।
পাপমুক্ত—তাই উচাটন—
আর প্রাণ না চাহে থাকিতে ধরাপরে।
আত্ম লোকে করহ প্রয়াণ!

ভীষ্ম।—

জ্ঞান চক্ষু খুলিল কেশব এতক্ষণে।
স্মৃতি আসি জাগিল বুঝিনু পূর্ব্বকথা।
ছাড়িতে পিঞ্জর প্রাণ,
তাই এত হল উচাটন!
কহ বৎস যুধিষ্ঠির—
কহ কিবা সাধিব অন্তিমে তব কাজ?

যুধিষ্ঠির।—

পিতামহ।
তবরণে কেহ নহে স্থীর!
প্রায় শেষ পা ব বাহিনী।
বিপক্ষে রহিলে যদি—কহ তবে দেব—
পুঃন মোরা যাই বনবাসে।
আপনি থাকিতে—
রণ জয় আশা আর্য্য আকাশকুসুম।
অনাথ পাণ্ডব নাথ।
পাণ্ডবে পিরিতি থাকে যদি,
কহ তব মৃত্যুর উপায়!
সময় ত হোয়েছে তোমার—
ইচ্ছা মৃত্যু—কেনা যানে তব।
কহ কি উপায়ে রণে হইবে পতন।

ভীষ্ম।—

প্রাণের পাণ্ডব তোরা—
জীবলীলাসাঙ্গ এত দিনে রে আমার—
আর রণে—পাপরণে—না হবি কাতর।
অস্ত্রহীন না হোলে—গাঙ্গেয়,
কার সাধ্য করিবে বিনাশ।
বাল্যাবধি প্রতিজ্ঞা আমার—
পলায়িতে, নিরস্ত্রে, নিষাদে, নারীগণে,
নাহি হানি অস্ত্র—ত্যজি দর্শন মাত্রেই।
শিখণ্ডি—দ্রুপদ কন্যা—জানে চরাচর,
পাইয়াছে পুরুষ প্রকৃতি।
তারে অগ্রে করি কাল রণে ধনঞ্জয়,
এ বক্ষ বিদারি শরে,
শরশয্যা—দেয় যেন পাতি—
শরে শরে—পড়িব—সমর রঙ্গভূমে।
নারায়ণ—সাথি তোমাদের—
আমি গেলে—জয়লক্ষ্মি—
ঢলিয়া পড়িবে—তব দিকে রে নিশ্চয়।
কহিনু এ বিহিত উপায়।

যুধিষ্ঠির।—

আসি তবে পিতামহ।
পদধুলি দেহ দেব শিরে পাণ্ডবের।

(প্রণাম পদধুলি গ্রহণ ও প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য—

(অর্জ্জুনের শিবির—উপস্থিত অর্জ্জুন)

অর্জ্জুন ।—

জীবন যন্ত্রণাময়,
নর লোক—জীবন্ত নরক ।
হিংসা দ্বেষ—ঘৃণা কুটিলতা
অনাহত নাচিছে তাণ্ডবে—
অট্ট হাসে—বিকট মুরতি—
স্বার্থ প্রেত ঘুরিছে চৌদিকে—
সম্মুখে তাহার
মায়া দয়া—প্রেম ভাল বাসা,
গুরু ভক্তি—বিশ্বাস বিপুল—
ভস্ম হোয়ে—যায় রে উপিয়া ।
ক্ষত্রিয়, প্রধান নর-প্রেত—
হত্যা তার বদনে অঙ্কিত গাঢ়তর ।
মর্ম্মে তার—মমতার তন্ত্রি,
ছিন্ন ভিন্ন—স্বার্থের উচ্ছ্বাসে ।
পিতা পুত্রে অটুট বন্ধন টুটে যায় ।
ভাবিতে শিহরে শরীর ।
যে সামান্য অপকর্ম্ম তরে,
ঘৃণা করি চাহি চোর পানে,
নর ঘাতকেরে দিই গালি,
নিষ্ঠুর—নৃশংস নামে করি অভিহিত—
বধ কাষ্ঠে দিই ঝুলাইয়া—
তদপেক্ষা শত গুণে—
ঘোর অপকর্ম্ম করি ফুলি অহঙ্কারে—
সমরে অগণ্য নর নাশি—
বীর আখ্যা পাইরে সমাজে ।
রবি আত্ম পরিজনে—
বলি দিয়ে সম্মুখ সমরে—
স্বর্গ দ্বারে খুলাই অর্গল ।
ছি ছি নর—পিশাচ অধম—
প্রেণের দেবতা বলি.
প্রাণ ভোরে পূজেছি যাঁহায়—
কি বোলে—মমতা মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন—
ফেলি তাঁয় কালের কবলে ?
ধিক্ ক্ষত্র নামে—ধিক্ বীরের জীবনে,
ধিক্ থাক—সমর কৌশলে ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ ।—

একি সখা ? একি ভাব হেরি ?

অর্জ্জুন ।—

ভাবের কি অপ্রতুল ভাই ।
পৈশাচিক মন্ত্রণা করিয়ে
আত্মা মোর অস্থির এখন !
কি কহিব হৃষিকেশ—
প্রাণে মোর ঘটেছে বিপ্লব ।
হায় সখে—শিশুকালে,
ধুলাখেলা করিতে করিতে,
জানু ধরি যে পিতামহের—
পিতা বলি—উঠিতাম কোলে,
যাঁর আঁখিনীরে ভাই—
দেখিতাম—মমতা প্রচুর—
কোন মুখে—অন্যায় সমরে—
অস্ত্রাঘাত করি আমি সে মহাপুরুষে ?
বক্ষের শোণিত শুখাইয়ে,

করিয়াছিলেন সবে লালন পালন—
এইরূপে দিব কি তাহার প্রতিফল ?
হা কেশব—এ নিষ্ঠুর কায—
রাক্ষসেও না পারে করিতে !
ছার রাজ্য চাহিনা চাহিনা—
পুনঃ যাব বনবাসে—
দীনতায় কাটাব জীবন !!

শ্রীকৃষ্ণ।—

একি কথা ধনঞ্জয়—
পূর্ব্ব পণ কিরূপে হইলে বিস্মরণ ?
ভীষ্মবধে—প্রতিজ্ঞা তোমার।
জনমি ক্ষত্রিয় কুলে,
পণভঙ্গ দোষে দোষি—থাকিতে সময় ?
পাইয়াছ উপযুক্ত কাল—
এ সুযোগ কেন কর ত্যাগ ?
ইচ্ছাপূর্ণ কর দেবতার !
সনাতন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
পালন করহ বীরবর !

অর্জ্জুন।—

হে কেশব !
তব ইচ্ছা হইবে পুরণ ;
ইচ্ছাময়—তুমি—ইষ্টদেব ;
তব বাক্য ইষ্টমন্ত্র মোর ! !
পণ রক্ষা করিব সমরে প্রাতঃকালে !
দেবব্রতে দিব বিসর্জ্জন—
কাল সিন্ধুজা। কালি ভাই।
রণবহ্নি নিবাব সহজে—
আশাতূর্ণ—পূর্ণ হবে দীন পাণ্ডবের !!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র—উপস্থিত যুযুৎসু ও অভিমন্যু।)

অভিমন্যু।—

হে পিতৃব্য ক্ষত্র শিরোমণী।
দ্বাপরের বিভীষণ তুমি।
আভা ক্ষরে দেবতার দেহে।
আত্ম পরিজন ছাড়ি,
ভ্রাতৃস্নেহে দিয়ে বিসর্জ্জন,
অরিসনে করিলে পিরিতি।
এ সুখ্যাতি ঘুষিবে জগত চিরকাল।

যুযুৎসু।—

ওরে বৎস !
ধর্ম্মপথ কে ছাড়ে হেলায়।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়—
অধর্ম্মের অন্তিম বড়ই ভয়ানক।
ভ্রাতা মোর রাক্ষসাবতার—
পাপ প্রেত চৌদিকে তাহার।
কি ছার মমতা মায়া—স্নেহ পিশাচের—
অন্ধকার—চক্ষে নারকির !!
পুণ্যদীপ—প্রাণের আলোক—
তাই প্রাণ ধাইল হেথায়।
ধর্ম্মতরে করি রণ—
মরি যদি পাইব গোলোক ! !

অভিমন্যু।—

কর রণ—উচ্চ প্রাণ তব—
উচ্চাসন—জীবনে মরণে !!

(প্রস্থান)

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন।—

আরে কুরুকুলাঙ্গার—
কেন গর্ভে ধরেছিল—জননী আমার—
তোরে নরপ্রেত নিছা হায়।
ঘৃণা করে ওমুখ হেরিতে।
ইচ্ছা করে পদাঘাতে—
চূর্ণ করি দেহ তোর—শান্তি করি ক্ষোভ।

যুযুৎসু।—

পাপস্রোতে মিশি নাই বোলে,
পিশাচের—পাপ প্রাণ—
ক্ষোভে রোষে কালাগ্নি উগারে নরকের—
নির্ভয় তাহাতে আমি—
আপনি—পুড়িয়ে তায় হবে ভস্মরাশি।
সোদর মমতা মায়া—
অস্ত্রমুখে করিব প্রকাশ।
নরকের কীট তুমি ভাই!
বিষহীন—নাগ—শুধু গর্জ্জনে তৎপর—
কালের ভ্রূকুটি চিহ্ন—নেত্র জ্যোতিহীন—
পাপে দেহ জর জর—
পুরুষত্ব কি আছে পিশাচ আর তব।

দুর্য্যোধন।—

বড় তীব্র বচন পামর—
আর সহ্য না পারি করিতে।
ভ্রাতৃদ্রোহি বিশ্বাসঘাতক।
আয় তোরে প্রেরি যমালয়।

(যুদ্ধ)

যুযুৎসু।—

না ছাড়িব রণ—প্রাণ যায় যাক্ আজি—
সাধ্যমত করিব সমর—

(যুদ্ধ ও পতন—দুর্য্যোধন বক্ষে বসিয়া)

দুর্য্যোধন।—

ইষ্ট কিছু থাকে যদি কোরেনে স্মরণ।

যুযুৎসু।—

ইষ্ট মোর নর নারায়ণ।।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম।—

ভাল খেলা—খেলিস্ পামর।
অবশেষে এই হোল বুঝি?
লৌহগদা—নারিলি নাড়িতে বুঝি আর?

দুর্য্যোধন।—

প্রতীক্ষায় আছিনুরে ভীম—
মনসাধ আয় মিটাইব তোর সনে—
মূর্খের সমর নীতি—দেখিতে কৌতুক।

(ভীমের গদা প্রহার কালে—গদা ধারণ)

প্রতিঘাতে চূর্ণ তোর শির।

(গদা প্রহার কালে ধৃষ্টদ্যুম্নর প্রবেশ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—

থাক্ থাক্—বীরের বিদ্রূপ—
তীক্ষশরে—লৌহগদা—হোল খান্ খান্।
পুন বক্ষে হানিনু—ও কিওরে পিশাচ—
ছি ছি ধিক্—নারিলি সহিতে—
পলাইয়া রক্ষিলি জীবন।

(দুর্য্যোধনের পলায়ন)

ভীমসেন—কি দেখিছ আর—
অবিলম্বে—চল—যাই—
লইয়ে নকুল সহদেবে—
সঙ্কুল সমরে চল—
মাতিগে বাহিনী সহ—বজ্রনাদ করি—

তীব্রতেজে—পাছুহটি পলাবে কৌরব।

(সকলের প্রস্থান)

(শিখণ্ডির প্রবেশ)

শিখণ্ডি।—

কই ভীষ্ম—লুকাল কোথায়?
এই যে হেরিনু রথধ্বজ—এই ধারে—
দলে দলে—পাড়িতে বাহিনী আমাদের?
পদব্রজে কে আসে ও বীর?
দেবব্রত! এস—রণ অপেক্ষায় আমি।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম।—

ছি ছি একি অলক্ষণ।
ঘৃণায় ফিরাতে হোল মুখ।

শিখণ্ডি।—

আজি আর নাহিক নিস্তার—
মম শরে—জীবলীলা সাঙ্গ কর বীর।।

(শরক্ষেপণ)

ভীষ্ম।—

নিরস্ত্র—আমিরে—হেরি তোর—
কার্ম্মুক না টঙ্কারিব আর।
শর তোর—পুষ্প বরিষণ হয় স্নেহে।
ঠেকে গায় পড়ে ঠিকরিয়া।
দাঁড়াইয়া দেখি কতক্ষণে—
তূণ শূন্য করিস্ রমণী-পূর্ব্ব নর।।

(শিখণ্ডির পশ্চাদ্ভাগে রথারোহণে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।—

কর পার্থ শর বরিষণ।
এ বড় সুযোগ—সুসময়।।

(অর্জ্জুনের বাণ বরিষণ)

ভীষ্ম।—

একি—শর—জ্বলন্ত অনল—
এ শর ত নহে শিখণ্ডির?
এই যে কুলিশ সম—
অবিচ্ছিন্ন শরধারা হোতেছে বর্ষণ—
এই যে মুষল সম সুতীক্ষ্ণ শায়ক—
আবরণ ভেদী—মর্ম্মে করিছে আঘাত—
এত কভু শিখণ্ডির নয়?
লেলিহান—ভুজঙ্গম সম—
এযে বাণ—গাণ্ডিবধন্বার।
গাণ্ডিবি ব্যতিত ত্রিভুবনে,
কার সাধ্য বিদারে এ বক্ষ গাঙ্গেয়ের?
আজি মৃত্যু—নাহিরে সংশয়।
বাণে বাণে—দেহ কণ্টকিত?
আইস সম্মুখে ধনঞ্জয়!
এস কৃষ্ণ—পূর্ণ প্রাণারাম—
হেরিতে হেরিতে ওই রাঙ্গা শ্রীচরণ,
রঙ্গভূমে লুটাই পুলকে!

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন।—

পিতামহ ভূমিতলে কেন?
কর গিয়ে রণে আরোহণ।

(ভীষ্মের প্রস্থান)

অর্জ্জুন।—

হও হে শিখণ্ডি অগ্রসর।
ছাড়িও না ভীষ্মের সম্মুখ!!

(শিখণ্ডির প্রস্থান)

দুঃশাসন।—

ওহে পার্থ—বীরত্বের এই কি হে রীতি।
এই কি হে ক্ষত্রিয় লক্ষণ?
ছি ছি ধিক্ ধিক্—তব এহি এ ব্যাভার?
লুকাইয়া করিছ সমর?

সাধ্য থাকে—করহ প্রকাশ্যভাবে রণ।

(যুদ্ধ ও দুঃশাশনের পলায়ন—অর্জ্জুনের প্রস্থান)

(দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ।—

একি হেরি অলক্ষণ!

বাম চক্ষু নাচে ঘন ঘন—

শিবা শব্দে বিদরে গগণ!

বিনা মেঘে বজ্র কড়কড়ে—

প্রলয়ের অন্ধকার—আকাশ জুড়িল—

থাকি থাকি শোণিত বর্ষণ!!

ওকি? কেন? শুনি হাহাকার—

(হাহাকার নেপথ্যে)

কৌরবের ছত্রে কেন রোদনের রোল?

ওকি পুনঃ—শঙ্খনাদ— পাণ্ডব চমুর?

(শঙ্খনাদ নেপথ্যে)

কে যানে কি ঘটিল বিপদ?

(দুঃশাশনের প্রবেশ)

দুঃশাশন।—

হে আচার্য্য সর্ব্বনাশ।

হইল গো ভীষ্মের পতন।

শরশয্যা পাতি দেব হোলেন শয়ান।

দ্রোণ।—

একি শুনি! হায় হায় হায়—

(মূর্চ্ছা)

দুঃশাশন।—

উঠ গুরু! মিল গো নয়ন।

এ বিপদে কেহ নহে স্থির!!

পুঃন কেন বিপদ বাড়াও।

দ্রোণ।—

(মূর্চ্ছাভঙ্গে)

কুক্ষণে খসিল হায়

কৌরবের গৌরব ম্লান।

বিশ্ব বীর কে আছ কোথায়

কাঁদ আজি বিদরি বিমান—

চূড়ামণি খসেছে বীরের—

কুরুক্ষেত্র হয়েছে শ্মশান!!

সমর মন্ত্রণাদানে,

কে আর রচিবে ব্যূহ—অভেদ্য অটল?

কার তেজে, বিশ্ব চরাচর

স্তম্ভিত হইবে রবে বিস্মিত হইয়া?

কার রণতূর্য্য নাদে—

ভীমবেগে পশিবে সমরে কুরুবীর?

একা বৃদ্ধ রহিনু জগতে—

সব্য কর ভাঙ্গিল আমার!!

কে আর ব্যথার ব্যথি—রহিল দ্রোণের?

আজি দ্রোণ ভ্রাতৃহীন—হইল জগতে!!

চল বৎস! চল যাই—

দেখি গিয়া—সে মহাপুরুষে—

কুরু পাণ্ডবের নাথ—অনাথের মত—

হায় আজি—সমর শয়নে!!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(পাণ্ডব শিবির)

(উপস্থিত যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ)

যুধিষ্ঠির।—

হা কেশব!

তুষানলে—বিকট দাহন হৃদয়ের—

মর্ম্মে মর্ম্মে ছুটিছে বিদ্যুৎ।

এ যে জ্বালা হইল বিষম।

সর্ব্বনাশ—কি ক্ষতি যে হোল পাণ্ডবের—
উথলিল কি শোকসাগর—
কি অনন্ত অখ্যাতি ঘুষিল চরাচর—
কে করিবে তার পরিমাণ ?
অনাথ পাণ্ডব—শিশুকালে,
পিতৃহীন—পিতার সমান ভাবি যাঁয়,
শোকে দুঃখে পাইত সান্ত্বনা।
যাঁর মুখ পানে চাহি,
অতি মিষ্ট শুনিতাম বাণী,
যাঁর—স্নেহে—লালিত পাণ্ডব—
হা অদৃষ্ট—কি হইল হায়—
কি করিনু—পিশাচ পাণ্ডব—
গুপ্তরণে বধিনু সে হেন দেবতায় ?
হারে সব্যসাচি—
এই কি সমর শিক্ষা তোর ?
হৃদয় কোথায় রাখি—সেমুখ চা হিয়ে—
পারিলি করিতে শরাঘাত।
স্নেহ মাখা সে নয়ন পানে,
চাহিলে যে ভক্তিস্রোত হয় প্রবাহিত।
হায় প্রাণ পাষাণ এমন ?
বল হৃষিকেশ—
গুরুবধে—প্রায়শ্চিত্ত কিবা ?
যাক্ রাজ্য চাহি না—চাহি না—
যাক্ ধনে—লউক কৌরব—
এজগত অশান্তি আলয়।
ধর্ম্মহীন নর নারি—
হিতাহিত নাহি বিবেচনা।—
নতুবা—কি ধর্ম্মমতে আজি
নিপাতিনু বংশের প্রধান—
শিরোমণি—দিনু বিসর্জ্জন—
হারে প্রাণ—নির্ম্মম—কঠিন—
এখনও—না ছাড়িলি পিঞ্জর ?
চাহি না—চাহি না তোয়—
এখনি করিব বিসর্জ্জন।
অনলে—সলিলে কিম্বা—কৃপাণে প্রবেশি
আত্মঘাতি—নিবাইব জ্বালা—
অসহ্য এ অনন্ত জ্বলন !!

শ্রীকৃষ্ণ।—

বিজ্ঞবর—
সামান্য নরের মত—
সংসারের মোহে অচেতন ?
বিধাতার লিপি কি পারিবে পালটিতে ?
ভোগাবসানেতে নর নারি—
আত্মদেশে ধায় গো পুলকে—
পিছে পোড়ে থাকয়ে প্রবাস—এজগত।
এ রহস্য—কি শিখাব—কি না জান ভাই।
কেহ কারও নহে হত্যাকারি—
কর্ম্মফল যে যাহার ভুঞ্জে এ ধরায়—

(অভিমন্যু সহ দ্রৌপদি, সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—

হা পাঞ্চালি—
কি দেখিতে আইলে হেথায় ?
সর্ব্বনাশ হোয়েছে লো চির অভাগিনী।
পিতামহে—দিয়েছি সমরে বিসর্জ্জন।

দ্রৌপদি।—

ওহো নাথ ! কি করিলে,
কার প্রাণ করিলে হরণ ?
পাণ্ডবের প্রাণের দেবতা পিতামহ—
তাঁরে নাশি লভিলে কি ফল ?

কি পরিবেদনা হায়—
মরমের—কি ক্ষত দারুণ !!
কে আর লইয়ে কোলে –
স্নেহাশ্রু করিবে বরিষণ ?
অভিমানে – আঁখি ফুলাইয়ে –
কার কাছে – প্রাণের যাতনা – দেখাইবে
কে সান্ত্বনা করিবে পাণ্ডবে ?
সে প্রশান্ত মূরতি মহান্ –
দেখা বুঝি ফুরাল কেশব –
হায় অভাগিনী আমি –
এ সমর আমারি কারণ—
পাপভার—পড়ুক এ শিরে পাষাণির !!

অভিমন্যু। –

কারও দোষ নহে দেবী !
দোষি কুরুকুল কুলাঙ্গার।
অতিবৃদ্ধ দেবব্রতে,
কেন রণে – বরিল পামর।
আর বীর ছিল না কি সাথে ?
স্বইচ্ছায় – দেবব্রত – পড়িলেন রণে !
কি মর্ম্ম বেদনা তাঁর দেখুন বিচারি,
দুই দল – সমান স্নেহের –
দুপক্ষেরই জনম, জনন তাঁর কোলে,
তাঁর কি সমর সাজে দেবী ?
উভয় শঙ্কটে পড়ি –
লইয়াছিলেন সৈন্যভার –
মনে ছিল ত্যজিতে শরীর রণভূমে –
ইচ্ছামৃত্যু – ভাবনা কি তাঁর ?

শ্রীকৃষ্ণ। –

চল সবে ত্যজিয়ে রোদন,
দেবব্রত – পতিত যেখানে –
অনাথের মত হায় শরশয্যাশায়ি।
অন্তিমে – প্রাণের নিধি –
দেখি যদি – তৃপ্ত হয় প্রাণ।
চল সবে – প্রাণ ভরি
শেষ দেখা – দেখিবে বংশের শিরোমণী।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র—শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম—একপার্শ্বে কৌরবগণ—অপর পার্শ্বে পাণ্ডবগণের প্রবেশ ও অবস্থান।)

ভীষ্ম। –

বীরের বাঞ্ছিত শয্যা এই।
অনন্ত নিদ্রার অপেক্ষায়,
বীর বিনা এজগতে
কে পারে ঢালিতে কায় শায়কশয্যায় ?
কি ছার ইহার কাছে
কণক পালঙ্ক তায় মুকুতা শয়ন –
কি শোভা প্রাসাদ রম্য –
বিলাসের লীলাক্ষেত্র – রণরঙ্গভূমি !
পরিবর্ত্তে চন্দনের
কি মাধুরি শোণিতধারায় ?
চারি প্রহরের বন্দি –
শ্মশান শকুনী শিবা করি কোলাহল –
নশ্বর দেহের নিদ্রা দিবে ভাঙ্গাইয়া –
মায়া মোহ – পলাবে ত্বরিত –
স্বর্গীয় বিমল ছবি – মনচক্ষে আসি –
অমর আত্মার তৃপ্তি করিবে সাধন।
আত্মারাম শুনিবে সঙ্গীত –

আবাহন—অনন্ত প্রসাদ!!
বংশধর—বৎস সুযোধন—
নিরাধারে ঝুলিছে মস্তক—
উপযুক্ত দেহ উপাধান পিতামহে।

দুর্য্যোধন।—

আন ভাই—উপাধান—
খচিত কণকচূর্ণে—সরস কোমল।

ভীষ্ম।—

হাঃ হাঃ হাঃ বালক—
কোমলে কি প্রয়োজন আর?
আয় পার্থ—পাতিলি শয়ন মনোমত—
উপাধান—চাহে পিতামহ!!

অর্জ্জুন।—

নিশিত শায়ক শয্যা—
সেই মত দিব উপাধান!!

(শরক্ষেপণ ও মস্তক বিদ্ধ করণ)

ভীষ্ম।—

বংশের দুলাল ধনঞ্জয়—
কুলধর্ম্ম রাখিলি—পাণ্ডব!!
মর্ত্তে নরনারায়ন বেশে—
ভক্তিতত্ত্ব শিখাতে এসেছ জ্যোতির্ম্ময়।
কৃষ্ণধন—কি লুকাও মোরে?
এস দেখি দাঁড়াও সম্মুখে
জ্ঞান চক্ষে দেখি ভাল কোরে—
দেখিহে কমলাকান্ত এ অন্তিমকালে,
জাগায়ে দিবে —চিতে—
পুজি পদ শিবের সম্পদ।

(শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গমন)

কোথা পাব নৈবেদ্য কুসুম—
আছে হৃদি—বিকৃত কলুষে—
ধর দেব বঙ্কিম বেহারী—
প্রেম রূপ—কই কালা চাঁদ?
প্রাণ ভোরে-পিইতে বাসনা প্রেম সুধা।
চালিলে গোকুলে—শ্যাম লাল—
ব্রজকুঞ্জে—সাধিয়া বেড়ালে—
বিন্দু দানে হোয়না কৃপণ—অভাগারে—
চিনিনা চরণ বই—
চিন্তামণি—চিত্তের প্রসাদ কর দান—
ভিখারির নাহি উচ্চসাধ!!
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হোয়ে দেখি।

(শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবেশ ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ।—

সাধনার—সর্ব্ব গুণাকর—
নর-দেব—থসো শিরোমণি জগতের।
বিরহে কাতর বসু—ম্লান দেবদল—
সুরভির শুন আবাহন!!
তেজ-তপ্ত বসুধা ব্যাকুলা-বক্ষে ধরি—
সুক্ষ তম—স্বরহ নিগুঢ়!!

ভীষ্ম।—

পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ—
বরিষিলে—চাতকে বারিদ।
বিশ্বরূপ নেহারী—মালিন্য লুকাইল।
প্রাণ পুষ্প—অরপি চরণে।
অনুমতি দাও প্রাণ নাথ—
ঘুমাইয়া পড়ি—শিঘ্র অনন্ত নিদ্রায়!!

শ্রীকৃষ্ণ।—

অবশিষ্ট—আছে জীবনের—
সাধু নর—তপনের দক্ষিণ অয়নে,
না যাবে জীবন—তব,
না হইবে দেহ প্রভাহীন—

রবির—উত্তরায়নে—
প্রাণ ত্যজি পশিও ত্রিদিবে !!
ভীষ্ম।—
ইচ্ছাময়—মঙ্গল নিধান—
সাধ' সদা আত্মার মঙ্গল মানবের ! !
মালিন্য মর্ত্তের কর দূর।
অনন্ত বসুধা দেব—
তবাশ্রিতা—শক্তি প্রকৃতির—
জাগাইও এ অন্তিমকালে।
ঘুমায়ে রয়েছে নর নারি,
পশু পক্ষি—নবীন জীবনে—
যেন জাগি—গায় উচ্চতানে—
মৃদুল মধুর তব সুনাম কীর্ত্তন।
মর্ত্তময় যেন উঠে রোল,
যেন স্বর্গ—আবার মরতে,
আবির্ভাবি—করে যুগান্তর।
সাধুর চরণ চিহ্ন ধরি,
সত্যপথে নরনারি,
যেন দেব—হয় ধাবমান।
ব্রহ্মানন্দ—প্রকৃত পিযুষ,
পায় যেন—বদ্ধজীব—
যোগ সিন্ধু করিয়ে মন্থন।
শ্রীকৃষ্ণ।—
সংসার সমরে সাধু,
বৈষ্ণবে—বিজয় ভেরী—বাজাবে উল্লাসে
যমজয়ী—ধাইবে গোলকে।
প্রেমতত্ত্ব—দ্বাপরের শেষে,
মুক্তি দিবে—স্থাবর জঙ্গমে।।
দ্রোণ।—
দেবব্রত! দেখ চেয়ে—
পাছু করি চলিলে যে সখা?
লহ তেজ—যা আছে বৃদ্ধের!
এত দিন পরে সখে,
আত্মগ্লানি হৈল উপস্থিত!
কেন শিখেছিনু ছার ক্ষত্রিয়ের কাজ—
জন্ম ল'য়ে ব্রাহ্মণের কুলে,
পেয়ে হৃদি নবনীতময়,
কেন—শাস্ত্র করি পরিত্যাগ,
শস্ত্রশিক্ষা করিনু যতনে?
কেন হৃদি গঠিনু লৌহের?
কেন বৃত্তি লৈনু রাক্ষসের?
হায় ভ্রাতঃ—তুমিত চলিলে—
অভাগার কি হইবে—আরও তা কে জানে
কত হত্যা—করিতে হইবে?
কে জানে—এখনও সখে—
কত পতি পুত্রহীনা—ক্রুদ্ধ অনাথার—
মর্ম্মভেদি—অভিশাপ—
জ্বলন্ত গরল মত মিশাবে শোণিতে?
অনুতাপ অশ্রুজল—
কে জানে বর্ষিতে কত হইবে এখনও?
যাও ভাই—সে অনন্তধামে—
আগু বাড়াইয়া যাও সুখে—
ভুলনা ভুলনা যেন—
ডাকিতে এ স্থবীর ব্রাহ্মণে—?
সাহচর্য্য করিতে রহিব চিরকাল!
ভীষ্ম।—
হে দেবতা—নাট্যরঙ্গভূমে—
যবনিকা—পড়েনি এখনও আপনার!
জীবলীলা—সাঙ্গের বিলম্ব কিছু আছে।
কালসিন্ধু তটে বসি,

তরঙ্গে গণহ একে একে—
অবশিষ্ট নাহিক অধিক বোধ হয়।
শেষের সে তরঙ্গ, সুখের
আসিয়া—ভাসায়ে তুলে দিবে,
অতি শীঘ্র পরলোক তটে!
দোঁহে পুঃন হইবে সাক্ষাৎ!!
আয় রে অনাথ—পাণ্ডুসুত—
শেষ দেখা দেখি ভাল কোরে!!
(পাণ্ডবের অগ্রসর হওন)

যুধিষ্ঠির।—

পিতামহ—পাপাত্মা—পাণ্ডব—
কোন মুখে দেখাইবে মুখ?
স্বার্থপর আমরা গো দেব—
ছার রাজ্য ধন লাগি—
হিতাহিত জ্ঞান শুন্য—শার্দ্দূলের মত—
গুরু রক্ত করিয়াছি পান—
শোণিত রঞ্জিত করে—পুনঃ
আসিয়াছি গুরুর চরণ ধুলি লোতে।
ধিক্ [illegible]বনে আমাদের—
পিশাচেরও অধম আমরা।
শিশু কালে—পিতৃহীন হোয়ে,
তব স্নেহে—ভুলিনু সে শোক সবে দেব।
মায়ার শরীর—হায়—
ক্রোড়ে মোরা হোয়েছি লালিত—
এই ফল দিনু অবশেষে।
অনাথ হইনু পুঃন—
নিরাশ্রয় সংসার সাগরে।
শোকে দুঃখে, অরাতি পীড়নে
কার শান্তিময় ক্রোড়ে লুকাইব আর?
কে আঁখি মুছাবে নাথ,
হৃদি জ্বালা—নিবাবে—বরষি স্নেহ সুধা।
এতদিনে পিতৃহীন হইল পাণ্ডব!!

ভীষ্ম।—

ধর্ম্ম ভীরু পাণ্ডব ধীমান—
কে কারে মারিতে পারে এই ধরাধামে।
কর্ম্মফল—ভাগ্যে—জন্ম মৃত্যু লেখা রয়।
ফুরালে প্রবাস কাল পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে—
প্রাণ পাখি—পলায় উল্লাসে।
কিদোষ তবেরে পাণ্ডবের?
বিশেষতঃ—ইচ্ছামৃত্যু—পিতার প্রসাদ!

দ্রৌপদী।—

আর্য্য গুরু! ভিখারি পাণ্ডবে—
আত্মধনে বঞ্চিত রাখিয়া—
কোন প্রাণে তেয়াগিবে প্রাণ?
অনাথ—শরণ দেব—
অশরণা—পাঞ্চালি—প্রিয়সি আপনার—
কে আদরে—মর্ম্মজ্বালা করিবে নির্ব্বাণ?
কার মুখ চেয়ে আর—
আশার তরণী খানি—
কুলে ফিরাইব পিতামহ?
অশ্রুধারা—চির অভাগীর,
কার স্নেহ-অশ্রুনীরে—মিলিয়া শুখাবে?
কাঁদিতেই রবকি জগতে চিরকাল?

ভীষ্ম।—

কুল লক্ষি—শক্তি পাণ্ডবের—
আর জ্বালা রবেনা তোমার
দীনে দিন পাইবে—সহায় নারায়ন।
লক্ষিরূপে—শূর সিমন্তিনী—
ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিবে সংসার।
পতি পত্নি পাইবে পিরিতি পৃথিবীর।

এস সবে—এস ভাই—
সঁপি শিরে—প্রাণের অন্তিম আশির্ব্বাদ।
(পাণ্ডবের শিরে কর অর্পণ ও আশীর্ব্বাদ)
দুর্য্যোধন! কেন অন্যমন।
উভয়েই সমান আমার?
সমচক্ষে হেরি কুরুপাণ্ডু বংশধরে—
স্নেহের সামগ্রি—দোঁহে মোর—
দোঁহেই প্রসাদ পাত্র—পিরিতি প্রাণের।
হিংসা নেত্রে চাহিওনা আর—
ভায়ে ভায়ে করহ মিলন—এই বার—
অনুরোধ রাখহ বৃদ্ধের—
অন্তিমে—মিলন দেখি—সুখে ত্যজি প্রাণ
ধর্ম্মমত দেহ রাজ্যভাগ—
করহ সম্প্রীত পুনঃ পাণ্ডবের সাথে।
উভকুল রক্ষা কর বীর!
বীররক্তে প্লাবিতা বসুধা ব্যাকুলিতা—
আর রক্ত করিওনা পাত!

দুর্য্যোধন।—
অটল প্রতিজ্ঞা মোর—
কিছুতেই নড়িবে না দেব!
বিনা রণে নাহি দিব এক পাদ ভূমি!
দুই বংশ না রবে ভারতে।

ভীষ্ম।
কুমন্ত্রণা কপটির—
ভুলে যা বালক একেবারে!
জগত বিখ্যাত—
চন্দ্রবংশে জনম তোদের।
কুল মর্য্যাদায়।
ভারতের শীর্ষ অধিকারী!
জ্ঞাতিরণ—কলঙ্ক কালিমা—
শ্বেত অঙ্গে দিস্‌নি ছুঁইতে!
ইতিহাস রটিবে অখ্যাতি—
গাইবে কুযশ কবি,
পুত্র পৌত্র এ কুলের,
লজ্জায় মরমা হত হবে অতঃপর!
রণসাধ—দিয়ে বিসর্জ্জন—
রক্ষা কর্ কুলের সম্ভ্রম!
পাণ্ডবে পিরিতি করি—
ভাতৃ ভাবে—দেরে রাজ্যভাগ।
ধর্ম্মশাস্ত্র—নরপতি তোরা—
মান্যকর্—ঋষির আদেশ।

দুঃশাসন।—
পিতামহ—কোন শাস্ত্র মতে—
পাণ্ডবের প্রাপ্য রাজ্যভাগ?
কোন শাস্ত্রে—আছে হেন বিধি—
না হোলে ঔরস জাত—
পুত্রে পায়—সম্পত্তি পিতার।
মাতৃ নামে কবে কোথা—
কোন কালে—বিকায় তনয়?
কেনা যানে—দেবতা ঔরসে—
কুন্তি, মাদ্রি গর্ভে জন্ম লয়েছে পাণ্ডব?
থাকে রাজ্য দেবতা দলের,
অংশ লোভে ছুটুক পাণ্ডব।
পরদ্রব্যে এত লোভ কেন?

ভীম।—
সাবধান দুঃশাশন।
কৌতুকের এনহে সময়।

দুর্য্যোধন।—
কৌতুক কোথায় বৃকোদর।
সত্য কথা—কহিল—মুখর দুঃশাশন।

রাজ্যভাগ—তিল পরিমাণে,
নাহিক ভারতে তোমাদের।

ভীষ্ম।—

যথা ইচ্ছা করয়ে কৌরব।
দৈবলিপি কে পারে খণ্ডিতে!!

ভীম।—

পিতামহ—পিতৃ গুরুদেব।
বলে লব মাগিয়া কি ফল?
শিওরে শমন যার,
ধন্বন্তরি কি করিবে তার?
মেতেছি সমরে—বরি রণচণ্ডিকার—
রণজয়ী—হইব—লইব—রাজ্যভাগ।
অরাতি নির্ম্মূল করি—
সিংহাসনে বসাব অগ্রজে।
তব আশীর্ব্বাদে দেব—কেশব সহায়ে—
ভীমার্জ্জুন—জ্বলিবে—জ্বলন্ত অগ্নিবৎ
অধর্ম্ম আচারি—নীচ—বিশ্বাসঘাতক—
জ্বলিবে—হইবে ভস্মরাশি—
কুরুক্ষেত্রে—করিব শ্মশান কৌরবের!!
বিমান গবাক্ষ খুলি—দেবগণ সহ—
দেখিও—দেখিও দেব—দীপ্ত চিতানল—
আলোকিত করিবে জগত।
সে আলোক নিবিবেনা আর—
জ্যোতির্ম্ময়—রহিবে ভারতে—চিরকাল!!

যুধিষ্ঠির।—

ভাই ভীম—
আবার কি উপযুক্ত এই অসময়?
যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে—
মিছা বাক্যে—কি হবে উপায়?
কি ক্ষতি দারুণ পাণ্ডবের—
দেখেও কি দেখিছ না ভাই।
মরমের স্তরে স্তরে—
কি তীব্র বেদনা—উহুঃ মরি—
শূন্যময় নিরখি জগত।
দেখ চেয়ে—অশ্রুসিক্ত আঁখি তুলি ভাই।
যতদূর চলে দৃষ্টি—
কি বিষাদ অঙ্কিত প্রকৃতি,
কি জ্বলন্ত—শোকোচ্ছাস ময়ী।
ম্লান মহী—ম্লান—ভূতদল—
মলিন—চন্দ্রমা রবি—তারকা নিকর—
দীপ্তিহীন নয়নে চাহিয়া—
অশ্রুরূপে ফেলিছে শিশির—দরদরে।
দেবদল কাঁদিয়া আকুল—
না নাচে অপ্সরিকুল—না গায় কিন্নর—
আত্মহারা—সবাইরে ভাই—
সমর শয্যায় হেরি—
দীপ্ত দেহ মহাপুরুষের।
হে কৌরব হে পাণ্ডবগণ—
সামান্য রাজ্যের তরে—
শিরোমণী দিলে বিসর্জ্জন।
রাজ্য শূন্য—গৃহশূন্য,
কি দেখিছ আর—
ছার রাজ্য গেছে রসাতলে—
দাঁড়ায়ে রোয়েছ সবে—
শূন্য মনে—এ মহাশ্মশান!
অন্ধকার—আজিরে জগত—
কালসিন্ধু যাত্রি মোরা সবে—
অন্ধকারে ডুবিব সবাই একত্রে।
চিহ্ন না রহিবে আর—
এ ভারতে কুরুপাণ্ডবের।

পূর্ণ তেজ—ওই তেজে—যায়রে নিবিয়ে।
সাধ্য শক্তি—হৈবে অন্তর্দ্ধান।
রহিবে কঙ্কাল মাত্র কুরুপাণ্ডবের।
সাক্ষ্য দিতে ইতিহাসে আত্ম বিগ্রহের !!

ভীষ্ম।—

বড় তৃষা !
কে দিবে পানীয় পিতামহে ?

দুর্য্যোধন।—

সুবর্ণ ভৃঙ্গার লয়ে চল দুঃশাসন—
পিয়াসা মিটাই দেবতার !

দুঃশাসন।—

কর পান পিতামহ—
আনিয়াছি শীতল সলিল !

ভীষ্ম।—

ভৃঙ্গারের এ নহে সময় সুযোধন।
দেখি পার্থ—কি দ্যায় পানীয় !

অর্জ্জুন।—

আনিব পৃথিবীভেদী
ভোগবতী ভাগিরথী বারি !
মাতৃসনে করুন সাক্ষাৎ এ অন্তিমে !!
স্নিগ্ধপ্রাণ হউক অমৃত পয়ঃপানে !!

(অর্জ্জুন কর্ত্তৃক—শর ক্ষেপণ ও পৃথিবী ভেদিয়া ভাগিরথির—বারিকরে উত্থান ও ভীষ্মের মুখে বারি প্রদান)

ভীষ্ম।—

হইল পিয়াসা শান্তি—
জননী গো—জন্মের মতন !!
চাহি—স্নেহমাখা মুখপানে,
অনন্ত নিদ্রার তরে করি আয়োজন।।
আর মুখ দেখিতে পাবনা—
আর মা জননী বোলে,
প্রাণ ভোরে ডাকিতে পাবনা—
জন্মশোধ ডেকে নি মা তোরে !
জন্মশোধ দেখে নি মা তোরে !!
মায়াময়ী কি মায়া ক্ষরিছে—
জননীর কি মমতা ক্ষরিছে নয়নে !
বক্ষে দুটি হাত দাও—
শিতল জীবনী দ্রুত করিবে পয়ান—
কান্না ছাড়ি—পলাব তুরিত।

(ভাগিরথির করুণ সঙ্গীত)
কীর্ত্তনের সুর।

কোথা যাবি বাপ্‌রে আমার।
কোথা ফেলে, পালাবিরে,
অঞ্চলের নিধি বিধবার ॥

ওরে তোরে হারা হয়ে যাদু,
মুখ চেয়ে রব আর কার ॥
ভেঙ্গে যাবে যেরে অভাগির—
সোণার সংসার ॥

ধ্রুব তারা তুই যেরে বাপ্,
খসিলে—বাড়িবে বড় তাপ্;
আঁখি তারা হারা হোয়ে—
(ওরে ও মাণিক দুঃখিনীর)

রব কি করিতে হাহাকার ॥
ওরে সকলি যে হবে অন্ধকার।
মা বলে ডাকিতে কেউ—
রবে না যে যাদুমণি আর ॥

[সকলে সমস্বরে]

"সাঙ্গ হোল জীবলীলা,
প্রবাস ত্যজিল রে।
জীবনের যবনিকা,
পড়িল পড়িল রে॥"

আমার রতন মণি—
ধুলায় ধুসর হবেনা রে,
আমার সোণার চাঁদের—
শমনের ভয় রবেনা রে;
আমি সোণার অঙ্গ করিব কালি,
ওরে লুকায়ে রাখিব কোলে—
তবু ছুঁতে দেবনা—দেবনা—
দেবনা কালে।
(আমার রতন মণি—)
ওরে তোরে হারা হলে,
পাগলিনী হব;
পথে পথে যাদু,
কাঁদিয়া বেড়াব ;—
ওরে বুক বুঝি ফেটে যাবে রে—
আঁখি দীপ যাবে নিবে রে—
শেষে সার হবে স্থধু হাহাকার।
পোড়া কপালির কপালের দোষে ;—
ছিঁড়ে বুঝি পড়ে কণ্ঠহার॥
যাদু মুখ তুলে চাও,
মা বোলে সুধাও,
কথা ক'রে একটি বার।
ওগো সর্ব্বনাশ হয় যে এবার ;—
চারি ধারে অকুল পাথার॥

[সকলে সমস্বরে]

"সাঙ্গ হোল জীবলীলা,
প্রবাস ত্যজিল রে॥
জীবনের যবনিকা,
ঝাপায়ে পড়িল রে॥"

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।